খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৩ ❖ ২২ - ২৮ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টরাজার রাজত্বে আমরা সবাই রাজা

খ্রিস্টানদের ওয়ানগালা উৎসব পালন নিয়ে কিছু কথা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নবীন লেখক সৃষ্টিতে বড়দিনকেন্দ্রীক ম্যাগাজিনগুলোর ভূমিকা

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৪৩
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক
সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পার্বণে সবাইকে নিমন্ত্রণ

গোল্লা ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আগামী ০৪ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন করা হবে। **পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করবেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুশ ওএমআই।** খ্রিস্টযাগের পর পরই নব অধিষ্ঠিত আর্চবিশপ মহোদয়কে নিজ ধর্মপল্লীতে ফুলেল সংবর্ধনা জানানো হবে।

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পার্বণে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং পর্বকর্তা হওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। পর্বের পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ২০০০/- টাকা। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/- টাকা। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের আনন্দকে পূর্ণতা দিবে। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার আমাদের সবাইকে তাঁর আশীস দানে ভূষিত করুন।

ধন্যবাদান্তে-
ফাদার স্ট্যানলী কস্তা (পাল-পুরোহিত)
ফাদার তুষার কস্তা (সহকারী পাল-পুরোহিত)
সিস্টারগণ এবং ভক্তজনগণ

-ঃ অনুষ্ঠানসূচী ঃ-

নভেনা খ্রিস্টযাগ : (২৫ নভেম্বর - ০৩ ডিসেম্বর, সকাল ৬:৩০ মিনিট ও বিকাল ৪ টা)

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ০৪ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম খ্রিস্টযাগ - সকাল ৬:৩০ মিনিট
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ - সকাল ৯:৩০ মিনিট

বিজ্ঞ/২১৮/১৯

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

❐ খ্রিস্টযাগ রীতি ❐ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট ❐ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
❐ কাথলিক ডিরেক্টরী ❐ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ ❐ যুগে যুগে গল্প ❐ সমাজ ভাবনা
❐ দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১ - BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book)

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সুলেখক ফাদার দিলীপ এস. কস্তা রচিত

✳ **প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা** ✳ **বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি** নামক গ্রন্থ দুটি।

প্রাপ্তিস্থান :
প্রতিবেশী প্রকাশনীর সকল সাবসেন্টার ও খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি) ও **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার** পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে। অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৪৩
২২ - ২৮ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
৮ - ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

খ্রিস্টের রাজত্বে সকলের অংশগ্রহণ

রাজা ও রাজত্ব নিয়ে আমাদের সকলেরই কম বেশি ধারণা আছে। রাজারা সাধারণত প্রচুর ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় ভোগ-বিলাসিতা ও চাকচিক্যময় জীবন-যাপন তাদের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। শাসন কাজ পরিচালনা করার জন্য থাকে সৈন্য-সামন্ত। বর্তমান বাস্তবতায় রাজাদের নব্যরূপ হলো ধনী ও শাসক শ্রেণীরা। যাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী শ্রেণীর। ব্যবসায়ী শ্রেণীর কাছে প্রকৃত রাজনীতিবিদরা হেরে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে রাজাদের বা শাসকবর্গের অন্যতম প্রধান কাজ দেশবাসীকে মঙ্গলের পথে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা তা বিঘ্নিত হচ্ছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নব্য রাজাও তাদের পরিচালনাধীন ব্যক্তিদের সুক্ষ্মভাবে শোষণ করছে। গরীব, অসহায়দের বঞ্চিত করছে তাদের প্রাপ্য থেকে। কিন্তু একজন প্রকৃত রাজার কাজ হলো সর্বাবস্থায় প্রজাদের মঙ্গল সাধন করা। এই প্রকৃত রাজার আদর্শ রেখে গেছেন যিশু খ্রিস্ট। যিনি সর্বাবস্থায় মানুষের মঙ্গল সাধন করেছেন। আর মানুষের মঙ্গল সাধন করতে গিয়ে নিজের প্রাণও উৎসর্গ করেছেন।

পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত আছে, রাজারা ঈশ্বরের বিশেষ আশির্বাদের পাত্র; যারা এ জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবে। তবে অনেক রাজাই ঈশ্বরের কাজ না করে নিজেদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ হয়েছেন। পবিত্র বাইবেলও শিক্ষা দেয় যেন রাজারা ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে সকল মানুষের মঙ্গল করেন। যিশুও রাজা ছিলেন। রাজা দাউদের বংশধর তিনি। পিলাত যখন জানতে চায়, যিশু রাজা কি না; তখন যিশু তা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, সত্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তিনি এ জগতে এসেছেন। তবে তাঁর রাজত্ব এ জগতের মানদণ্ডের রাজত্ব নয়। তাঁর রাজত্ব সত্য, ন্যায্যতা ও শান্তির অবস্থানে। যেখানে ধনী-গবীবের ভেদাভেদ থাকবে না, পরস্পরের প্রয়োজনে সকলে স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিবে; ক্ষমা আদান-প্রদানে কেউ ক্লান্ত হবে না এবং সকলে একসাথে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এমনি একটি আদর্শিক রাজত্ব গড়তে আমরা সকলেই সক্রিয় অংশ নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই প্রত্যাশা করি ন্যায্যতা, শান্তি ও সত্যের ওপর ভিত্তি করেই সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠিত হোক। এ প্রত্যাশাকে বাস্তবায়িত করতে আমাদেরকেই প্রথমে ন্যায্য, সত্যবাদী ও শান্তিপূর্ণ হতে হবে। তবেই ধীরে ধীরে দেশে সত্য ও ন্যায্যতার সংস্কৃতি গড়ে উঠে যিশুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যিশুর রাজত্ব অলৌকিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমাদের সকলের অংশগ্রহণে তা ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হবে। দেশ ও মণ্ডলী পরিচালনার শাসনভার যে সকল মনোনীত ব্যক্তিবর্গের উপরে অর্পিত হয়েছে তারা খ্রিস্টসুলভ মনোভাব নিয়ে পরিচালনা দান করলে খ্রিস্টের রাজত্ব এ জগতে দৃশ্যমান হবে। প্রকৃতি ও মানুষের যত্নদানও খ্রিস্টের রাজত্বের সেবাদানের একটি বড় অংশ। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী সম্প্রতি প্রকৃতি যত্নদানে যেমন তৎপর হয়েছে তা দীর্ঘ সময় অব্যাহত থাকলে মানুষেরও প্রভূত মঙ্গল হবে।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে যিশুকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করে খ্রিস্টানদের উপাসনা বর্ষের শেষ রবিবারে খ্রিস্টরাজার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। যিশু খ্রিস্টরাজা তবে পার্থিব জগতের মানদণ্ডে নয়। ক্ষমতা, সম্মান, ভোগ-বিলাসিতা, শাসন-শোষণের কোন স্থান নেই তাঁর রাজত্বে। তাঁর রাজত্ব পরিপূর্ণ দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমে। সকলেই তাঁর রাজত্বের অংশ হতে পারে যদি তারা দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেম চর্চা করে। এ সকল শুভ মূল্যবোধগুলো চর্চার সাথে-সাথে অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে পারি আমাদের জীবন সাক্ষ্য ও লেখার মধ্যদিয়ে। বড়দিনকে ঘিরে আমাদের খ্রিস্টান সমাজে অনেক প্রকাশনা বের হয়। যেখানে আমরা সত্য, ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা, মিলন, একতা, ক্ষমা, স্বীকৃতি ও সম্মানের কথা তুলে ধরতে পারি এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করতে পারি তা চর্চা করতে। যিশুর পথ ধরে নিত্য নতুনভাবে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মাধ্যমে সত্য প্রচার করে যিশুর ভালবাসা ও সেবার রাজ্য বিস্তারে সক্রিয় হোক। ✝

মঙ্গলবাণী

"আমি তোমাদের বলছি, তিনি শীঘ্রই তাদের সুবিচার করবেন। কিন্তু মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?" - লুক ১৮:৮

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

(মাউস ট্রাস্টের অধীন পরিচালিত)

দুই বছর, এক বছর, ছয় মাস ও তিন মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মাউস ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো আগামী ০১ জানুয়ারী ২০২১ হতে শুরু হবে। এর প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের অঞ্চল ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। **প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা:** ক) বয়স: ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২২ এবং মেয়েদের ১৬-৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণী হতে এসএসসি পর্যন্ত (প্রতিবন্ধী/ মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য)। বয়রা টেকনিক্যাল স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগি দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য/ আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি: লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। **প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য:**

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিএস/ এফজিএসই/ জিটিসি	এমটিটিপি/ সিবি-এমটিটিপি
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক এন্ড রেফ্রিজারেশন/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) উডেন ক্র্যাফট (ঙ) মেশিনিষ্ট (চ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ছ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং এবং (জ) প্লাম্বিং	ক) অটো মেকানিক (খ) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউস ওয়ারিং (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড শীট মেটাল ফেব্রিকেশন (ঘ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং (চ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী (ছ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাটি কাটিং (জ) বিউটিফিকেশন
মেয়াদকাল	ছয় মাস/ এক বছর / দুই বছর (সেমিস্টার পদ্ধতি)	ছয় মাস/ তিন মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিস্টার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিস্টার (ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক ব্যবস্থা আছে	আবাসিক ব্যবস্থা নেই।
ভর্তি ফি	২০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কমবেশি হতে পারে)	এমটিটিপি ১০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কমবেশি হতে পারে) এবং সিবি-এমটিটিপি ২০০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	১০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে)	এমটিটিপি ৭৫/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে) এবং সিবি-এমটিটিপি ১০০/- টাকা।

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী: (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফজিএসই/ জিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (দুই, এক বছর ও ছয় মাস) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম এ মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। (বিশেষ করে Blood for Hb%, Urine for R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফির সাথে অতিরিক্ত ৩০০ (তিনশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফজিএসই/ জিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়, (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকা ভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

আরটিএস/ বিটিএস/ জিটিসি		এমটিটিপি/ সিবি-এমটিটিপি/ এফজিএসই	
অধ্যক্ষ আনোয়ার সিরাজ ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ফোন: ০১৭৫১৭৫২০০০	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল বানিয়ারচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ ফোন: ০১৭১৩০৬৪১০৬	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল-৮২০০ ফোন: ০১৭১৯৬০৯৮৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস খুলনা অঞ্চল জলমা ট্রাঙ্ক রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন: ০১৭১৮৬০৪৫৮২
অধ্যক্ষ ব্রাদার ফ্লেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল কাজিরখাবহাট কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ফোন: ০১৭১৩০৬৮১০৩	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল আকনপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ ফোন: ০১৭১৩০৬৮১০৭	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম ফোন: ০১৮১৫০০৫২২৮	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ভাটিকাশর, ময়মনসিংহ-২২০০ ফোন: ০১৭১৮২৭১৭৬২
অধ্যক্ষ, ব্রাদার জোনাস টেকনিক্যাল স্কুল কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ফোন: ০১৭১৯৭৭৮৫১৮	অধ্যক্ষ, কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর ফোন: ০১৭১৩০৬৮১০৮	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ঢাকা অঞ্চল পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ফোন: ০১৬৫৫৫৯০৩৫৫	টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল পোঃবঃ নং ১৯, রাজশাহী-৬০০০ ফোন: ০১৭১৬৭৪৪৪৪
অধ্যক্ষ শহীদ আনোয়ার স্মরণে টেকনিক্যাল স্কুল, দিনাজপুর ফোন: ০১৭১৩০৬৮১০৫	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল ইছবপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ফোন: ০১৯৮০০০৮৪৪৩	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পোঃবঃ নং ৮, দিনাজপুর-৫২০০ ফোন: ০১৭১২৫৬৭০৪৪	এসিস্ট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট, খাদিমনগর সিলেট-৩১০৩ ফোন: ০১৮১৮১০৮১৬৪
অধ্যক্ষ বয়রা টেকনিক্যাল স্কুল বয়রামেইন, খুলনা মোবাইল: ০১৭১২৯৩১৬৪৩	ট্রেনিং ইনচার্জ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ওসমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর ফোন: ০১৭২২৮৪০৩৭৫	প্রধান প্রশিক্ষক ক্যাপাসিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব পীপল্‌ স ফর এমপ্লয়মেন্ট গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ফোন: ০১৭৪৪২৯৯২৮২	
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট অফিস			
ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার, আরটিএস ১/সি-১/এ, পল্লবী মিরপুর-১২, ঢাকা - ১২১৬ মোবা: ০১৯৮০০০৮৫৮৪	সমন্বয়কারী, এমটিএস ১/সি-১/এ, পল্লবী মিরপুর-১২, ঢাকা - ১২১৬ মোবা: ০১৭১২১৫২৩৩৭	সিনিয়র হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর-১২ ঢাকা - ১২১৬। মোবা: ০১৯৮০০০৮৫৮২	প্রজেক্ট ম্যানেজার ১/সি-১/এ, পল্লবী মিরপুর-১২, ঢাকা - ১২১৬ মোবা: ০১৬৫৫৫৯০০৬৪

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিপ/২২২/২০

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২২ - ২৮ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২২ নভেম্বর, রবিবার
এজেকিয়েল ৩৪: ১১-১২, ১৫-১৭, সাম ২৩: ১-৬, ১করি ১৫: ২০-২৬, ২৮, মথি ২৫: ৩১-৪৬
সাধ্বী সিসিলিয়া, কুমারী ও সাক্ষ্যমর-এর স্মরণ দিবস
২৩ নভেম্বর, সোমবার
সাধু ১ম ক্লেমেন্ট, পোপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
সাধু কলম্বান, মঠাধ্যক্ষ, স্মরণ দিবস
প্রত্যাদেশ ১৪: ১-৫, সাম ২৪: ১-৬, লুক ২১: ১-৪
২৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার ১০
সাধু এন্ড্রু ডুং-লাক, যাজক ও সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমর
প্রত্যাদেশ ১৪: ১৪-১৯, সাম ৯৬: ১০-১৩, লুক ২১: ৫-১১
২৫ নভেম্বর, বুধবার
আলেকজান্দ্রিয়ার সাধ্বী ক্যাথারিন, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
প্রত্যাদেশ ১৫: ১-৪, সাম ৯৮: ১-৩, ৭-৯, লুক ২১: ১২-১৯
২৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
প্রত্যাদেশ ১৮: ১-২, ২১-২৩, ১৯: ১-৩, ৯ক, সাম ১০০: ১-৫, লুক ২১: ২০-২৮
২৭ নভেম্বর, শুক্রবার
প্রত্যাদেশ ২০: ১-৪, ১১-২১: ২, সাম ৮৪: ২-৫, ৭, লুক ২১: ২৯-৩৩
২৮ নভেম্বর, শনিবার
শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিষ্টযাগ
প্রত্যাদেশ ২২: ১-৭, সাম ৯৫: ১-৭, লুক ২১: ৩৪-৩৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৪৯ ফাদার জাঁ ডি মনটিনি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ সিস্টার আসুন্তা ক্যারেরা পিমে
২৩ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯১৫ ফাদার পিটার আল্টেনহোফেন সিএসসি
২৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৩ ফাদার মাইকেল এ. মানগ্যান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ সিস্টার এম. জন ফ্রান্সিস পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৭৯ বিশপ আম্ব্রোজিও গালবিয়াতি পিমে (দিনাজপুর)
২৫ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯০৯ সিস্টার এম. ফিলিপ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার এলিয়াস রিবেরু (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার মরিস ডি' ক্রুজ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
২৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ২০০৫ ফাদার সিলভানো জেন্নারি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী রীতা এসএমআরএ (ঢাকা)
২৭ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৮৯২ মন্সিনিয়র আন্তনিও মারিয়েত্তি পিমে (খুলনা)
+ ১৯৯৯ ফাদার সেবাস্টিয়ানো টেডেস্কো এসএক্স (চট্টগ্রাম)
২৮ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯২০ ফাদার অ্যাডল্ফ ফ্রান্সিস সিএসসি
+ ১৯৭৭ ফাদার ডমিনিক ডি'রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার আব্রাহাম গমেজ (ঢাকা)

শিশুদের হাতে মোবাইল নয়

ইদানিং প্রায়ই খবরের কাগজ অথবা টিভি চ্যানেলে চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যায়, মা/বাবার কাছে অল্প বয়সের শিশু-কিশোররা মোবাইলের বায়না করে তা পেয়ে আত্মহত্যা করছে। আমরা অভিভাবকরা ছোট শিশুদের হাতে মোবাইল তুলে দেই সময় কাটানো বা খেলার জন্য যা ভুল সিদ্ধান্ত। আবার অনেক অভিভাবক শিশুদের জন্মদিনে ভালোবাসা বা অতি আদরের চিহ্নস্বরূপ দামী মোবাইল গিফট করি যা সত্যিই বড় ভুল সিদ্ধান্ত। এখন শিশু হতে বুড়ো সবার হাতে মোবাইল। আবার অনেকের হাতে ২/৩টি মোবাইল। মনে হয় যেন মোবাইল এখন একটা ফ্যাশন। এখন ইন্টারনেটের যুগ। শিশু-কিশোর অর্থাৎ অপ্রাপ্ত সন্তানদের হাতে মোবাইল থাকায় সেটা নিয়ে সারাক্ষণ গেম খেলছে। মা-বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে খারাপ ভিডিও ছবি দেখছে। এতে করে পড়াশোনায় বিঘ্ন হচ্ছে। আবার মোবাইলে ইউটিউবে অনেক আপত্তিজনক ভিডিও আপলোড থাকে যা দেখে সন্তানদের চরিত্র নষ্ট হওয়ার পথ দেখায়। এতে বাড়ছে ইভটিজিং ও ধর্ষণের মতো ঘৃণ্যও জঘন্যতম ঘটনা।

শিশু কিশোররা বর্তমান ইন্টারনেটের ফেসবুক, ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও দেখে নানা প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। অর্থাৎ শিশুদের হাতে অবাধে মোবাইল তুলে দেওয়ায় শিশু-কিশোর অপরাধ দিন দিন বাড়ছে। শিশুদের জীবন সুন্দরভাবে গড়তে হলে মোবাইলের অবাধ ও অপব্যবহার প্রত্যেক অভিভাবকদের যথেষ্ট শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই করতে হবে। আমরা অনেক অভিভাবকরা বলে থাকি যে, সন্তানদের লেখা-পড়ার সুবিধার্থে মোবাইল দিয়েছি। আমি মনে করি সন্তান কলেজে যাবার পূর্বে-মোবাইল না দেওয়াই ভাল। বাস্তব জীবনে আমার তিন মেয়ে ও এক ছেলে বাংলাদেশের স্বনামধন্য স্কুল, কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করেছে। আমরা অভিভাবক হিসাবে তাদের প্রত্যেকের হাতে মোবাইল তুলে দিয়েছি যখন তারা কলেজ জীবন শুরু করে। স্কুল জীবনে তাদের মোবাইল না দেওয়ায় লেখাপড়ায় মোটেই কিন্তু কোন বিঘ্ন হতে দেখিনি।

একমাত্র পরিবারের সুশিক্ষাই পারে শিশুদের সচেতন ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে। অভিভাবক হিসাবে আমাদের বড় দায়িত্ব সন্তানকে সুশিক্ষায় সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলা। আসুন, আমরা শিশু বয়সে ও প্রয়োজন ব্যতিত নিজ সন্তানদের হাতে অবাধে মোবাইল তুলে দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করি এবং বিশেষ নজর রাখি যেন মোবাইল অপব্যবহার না করে। মোবাইল যেন শুধুই জীবনের গঠনমূলক ও সুশিক্ষার কাজে ব্যবহার করে সে ব্যাপারে সন্তানদের সচেতন করলেই আমাদের আজকের শিশু সন্তানরাই আগামীতে হয়ে উঠবে সুন্দর ও আলোকিত মানুষ।

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ
মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কতিপয় প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

গত ১২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রতিনিধিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। এই সৌজন্য সাক্ষাৎকারে **"বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতার বাণী"** রাখা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

"বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতার বাণী"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

(১) বাংলাদেশের কাথলিক সমাজ ও কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি)'র পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, অনেক সহৃদয়তা ও ত্যাগস্বীকার করে আপনি এই সৌজন্য সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশে ৮টি এলাকায় (বিভাগে) ৮জন কাথলিক বিশপ আছেন; তবে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি, এ বছরের ১৩ জুলাই, মৃত্যুবরণ করায় তার স্থানটি এখনও শূন্য আছে। এখানে আমরা মাত্র তিনজন বিশপ উপস্থিত আছি: আমি, ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকার নব-নিযুক্ত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ঢাকার সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। বিশেষ সঙ্গী হিসেবে আছেন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত পরম আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী। মহিলা সাংসদ ঝর্ণা গ্লোরিয়া সরকার অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারছেন না।

*(**আলোচনা:** প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, করোনাভাইরাসের কারণে নানা সীমাবদ্ধতা থাকায় যথাসময়ে সাক্ষাৎটি দিতে পারেননি বলে সকল বিশপদের নিকট তিনি অতিশয় দুঃখিত। তিনি সুখী যে, গৃহবন্ধী অবস্থা থেকে তিনি বের হয়ে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারছেন।)*

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং পরিবারের সকলের প্রতি আমাদের একাত্মতা প্রকাশ করি এবং বিদেহী আত্মার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্‌যাপিত মুজিববর্ষে কাথলিক খ্রিস্টানসমাজ অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে কাথলিকদের দ্বারা সাত লক্ষ ফলজ বৃক্ষরোপণ করা। এই উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে আমাদের বিশেষ উপহার।

*(**আলোচনা:** প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এটি একটি সুন্দর কর্মসূচী। তার সরকার এবং আওয়ামীলীগের অনেক কর্মীরা এই কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।)*

(৩) জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ৮ জন কাথলিক বিশপ টুঙ্গিপাড়া তাঁর মাজার (৭ নভেম্বর) এবং মুজিবনগর (৯ নভেম্বর) পরিদর্শন করে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি, মৃতজনদের জন্য চিরশান্তি কামনা করেছি, জাতির জন্য এবং আপনার ও আপনার সরকারের জন্য প্রার্থনা করেছি। সাংসদ ঝর্ণা গ্লোরিয়া সরকারের এলাকার দুস্থ মানুষ এবং অনেক মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মাঝে আমরা প্রায় ৫ ঘন্টা সময় কাটিয়েছি। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ও একাত্মতার স্বরূপ সুন্দরবনে প্রবেশ করেছিলাম। আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রাস্বরূপ: ষাট গম্বুজ মসজিদ, খানজাহান আলির মাজার এবং লালন শাহ্‌র মাজার পরিদর্শন, ধ্যান ও প্রার্থনা নিবেদন করেছি; মাইকেল মধুসূধন দত্তের বাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি পরিদর্শন করে বাংলার এই মহান ব্যক্তিদের অন্তরে প্রবেশ করেছি; বাংলার সংস্কৃতি, জীবন ও সমাজ দর্শন, সাহিত্য-সম্ভার ও আধ্যাত্মিকতা ধ্যান করে প্রার্থনা করেছি। উপরন্তু, অন্যান্য মণ্ডলী ও কাথলিক মণ্ডলীর কয়েকটি ধর্মীয় এলাকার জনগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে উপাসনা ও প্রার্থনা করেছি। বিশপগণের তীর্থযাত্রা ছিল ৬ থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। তীর্থের সময়, সকল ধর্মের মানুষের অন্তরে প্রবেশ, অন্য ধর্মের পবিত্র স্থান জিয়ারত ও মহান ব্যক্তিদের প্রতি খ্রিস্টীয়

বিশ্বাসের আলোকে শ্রদ্ধা নিবেদন, জাতির পবিত্র স্থান টুঙ্গিপাড়া ও মুজিবনগরে অবস্থান করে সবার সাথে আধ্যাত্মিক একাত্মতা উপলব্ধি করেছি। বিশপগণ ও জনগণ সকলেই অত্যন্ত খুশী ছিলেন। সবাই নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছেন।

*(**আলোচনা:** টুঙ্গিপাড়ার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, উক্ত এলাকায় অনেক উদার মন নিয়ে সর্বধর্মের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে সবাই গড়ে ওঠেছেন। তার বাবাও মিশন স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। আমি বললাম টুঙ্গিপাড়ার এতো উন্নয়নেও গরিব মানুষের বসত বাড়ী নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়নি। স্মরণ করলাম যে, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যখন মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় তখন ভবরপাড়া প্যারিশের বিশেষ অবদান ছিল। ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ (পরবর্তীতে ময়মনসিংহের বিশপ) এবং সিস্টার ক্যাথেরিন এসসি প্যারিশ থেকে সভার জন্য চেয়ার টেবিল সরবরাহ করেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানে বাইবেল পাঠ করেন।)*

(৪) আপনার প্রতি আমাদের অনেক অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা ও একাত্মতা প্রকাশ করছি। আপনি জাতির যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা; জাতির পিতার অনুসরণে জাতির যোগ্য মাতা; পিতার অসমাপ্ত কাজ সকল যেন সবই পূরণ করে যাচ্ছেন একে একে; জাতির পিতার স্বপ্ন আপনার জীবন ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে প্রতিদিন। মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে দীন-দরিদ্র, ক্ষুদ্র-দুর্বল নারী-পুরুষের প্রতি আপনার ভালবাসা কতো গভীর! এই ভালবাসা আপনাকে প্রতিক্ষণ অনুপ্রাণিত করছে মানুষের কাছে আসতে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে, নির্ভয়ে নিজের জীবন নিবেদন করতে। করোনাভাইরাসের কারণে দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও কঠিন মুহূর্তগুলো অনেক বিজ্ঞতা, বলিষ্ঠতা, দুরদর্শিতা, সুপরিকল্পনা ও সুব্যবস্থাপনার দ্বারা অহরহ এক অজানা-অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রামে সর্বক্ষণ নিয়ত আছেন এবং একের পর এক বহু সফলতা অর্জন করে যাচ্ছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আপনার বিশাল অবদান সবার নিকট বিদিত ও স্বীকৃত। তাই আজ আপনার বিস্ময়কর ও সুনিপুন নেতৃত্বের জন্য আপনাকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। উক্ত সংগ্রামে আপনার সাথে আমরা অতীতে যেমন একাত্ম ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব বলে অঙ্গীকার করছি।

*(**আলোচনা:** প্রধানমন্ত্রী বিনম্রভাবে বললেন যে, "আমার প্রতি আপনাদের অনেক প্রশংসা! অনেক ধন্যবাদ।"*

(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, করোনাভাইরাস মহামারীর মুহূর্তে আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ অনুসারে আমরাও আপনার সাথে দেশবাসীর পাশে ছিলাম। কাথলিক মণ্ডলীর ভক্তজনগণ, ধর্মসংঘসমূহ, ডাইয়োসিসগুলো, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলো, খ্রিস্টীয় দয়ার প্রকাশস্বরূপ, নানা ত্রাণসামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র মানুষের সেবা করেছেন। কাথলিক সমাজের সহমর্মিতা ও উদারতার চিহ্নস্বরূপ তাদের পক্ষ হয়ে, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী অর্ধকোটি টাকার একটি চেক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।

*(**আলোচনা:** চেক গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, পোপ মহোদয়ের সর্বশেষ বিশ্বজনীন পত্র, "ফ্রাতেল্লি তুত্তি", "ভাইবোন সকল"-এর একটি কপি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। আমি বললাম যে, এই পত্রে বর্তমানকালে কোন্ ধরনের বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে তার দর্শন, কর্মকাণ্ডের নীতি এবং কার্যক্রমে নির্দেশনা রয়েছে। আমি বললাম, এই পুস্তিকাটিতে আপনারও অনেক সামাজিক দর্শন ও চিন্তাধারা স্থান পেয়েছে এবং আরও অনেক বিষয়ে আপনি নতুন চিন্তা-ভাবনা লাভ করে অনুপ্রাণিত হতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রত্যেককে তিনটি করে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই এবং স্মৃতিস্মারক হিসেবে প্রত্যেককে একটি মেটাল নৌকা প্রদান করেন।)*

(৬) কারিতাস বাংলাদেশ, কাথলিক চার্চের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি দেশীয় এনজিও। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে, কাথলিক নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে, বাংলাদেশ এনজিও এফ্যায়ার্স ব্যুরোর অনুমোদনক্রমে, কাথলিক চার্চের পক্ষ হয়ে দেশে আপামর জনগণের জন্য ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে কারিতাস বাংলাদেশ ৪৯টি জেলায় ২০ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে কাজ করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৭৮ কোটি টাকা (সংযুক্তি -১)। এইভাবে কাথলিক চার্চ বাংলাদেশের জনগণের সেবা করার সুযোগ ও তার সমর্থন পাচ্ছে বলে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

(৭) পোপ ফ্রান্সিস ও আপনার মধ্যে একটি সুন্দর, ঘনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে গ্রহণ করে যে ভালবাসা আপনি প্রকাশ করেছেন তা তাঁর কাছে বড়োই আদর্শনীয় ও বিস্ময়কর এবং তার জন্য তিনি আপনাকে সর্বদাই প্রশংসা করে থাকেন। মিয়ানমার থেকে তাড়িত রোহিঙ্গাদের প্রতি তার ভালবাসার কারণে তিনি অন্যের মধ্যদিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কারিতাস বাংলাদেশ-এর মাধ্যমে, ২০১৯ জানুয়ারি থেকে ২০২০ অক্টোবর পর্যন্ত ৯৩ কোটি টাকা রোহিঙ্গাদের মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এখানেও পোপ ফ্রান্সিসের অবদান অতুলনীয়। (সংযুক্তি - ১)

*(**আলোচনা:** প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এখনও তাদের অবস্থা ভাল নয়; অপরাধজনিত অনেক ঘটনা ঘটছে; মানুষ হিসেবে গঠিত হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তারা পাচ্ছে না। স্থানীয় জনগণেরও অনেক অসুবিধা হচ্ছে। ভাসানচরে সুন্দর ব্যবস্থা করা হল, তবে কিছু এনজিও প্রতিবাদ করায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অন্যান্য দেশকে এগিয়ে আসতে হবে।)*

(৮) খ্যাতিসম্পন্ন হলি ফ্যামিলি হাসপাতালটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারের নিকট হস্তান্তরের পর, গত বছর ১১ নভেম্বর, ঢাকা কাথলিক আর্চডাইয়োসিস কর্তৃক, "সেন্ট জন ভিয়ানী" নামে একটি হাসপাতাল, ফার্মগেট এলাকায় শুরু করা হয়। এলাকার সাংসদ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা উদ্বোধন করেন। করোনাভাইরাস মহামারীকালে হাসপাতালটি উক্ত এলাকায় জরুরী চিকিৎসা প্রদান করে অতুলনীয় অবদান রেখেছে। হাসপাতালের চূড়ান্ত রেজিষ্ট্রেশন ও উন্নয়নের জন্য সরকারের সহযোগিতা একান্ত কামনা করি।

*(**আলোচনা:** প্রধানমন্ত্রী বললেন, হলি ফ্যামিলীর অতীতের মান তেমন একটা নেই; আমি চেষ্টা করছি এটির উন্নতি করতে।)*

(৯) রোহিঙ্গাদের মানবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানীয় কাথলিক চার্চের আয়োজনে আন্তর্জাতিক কারিতাসের প্রেসিডেন্ট, কার্ডিনাল তাগ্‌লে ইতোমধ্যে দুবার এবং মিয়ানমারের কার্ডিনাল চার্লস বো একবার কক্সবাজার ক্যাম্পে, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সফরগুলো মানবতার পক্ষে সরকারকে সাহায্য করার জন্য খুবই ফলদায়ক ছিল এবং মিয়ানমায়ারের কার্ডিনাল চার্লস বো দেশের অভ্যন্তরে এবং এশিয়ার কাথলিক চার্চের মধ্যে রোহিঙ্গাদের স্বপক্ষে

বলিষ্ঠ বক্তব্য দিয়ে সবাইকে সচেতন করছেন।

(**আলোচনা:** আমি বললাম, ইতোমধ্যে চারবার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি। তাদের বর্তমান অবস্থা, আগের চাইতে অনেক ভাল। তবে তারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য মানব-অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য পোপ মহোদয়ের নির্দেশে কারিতাসের মধ্যদিয়ে আমরা যথাসাধ্য কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)

(১০) কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি যে, সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপুমনির নির্দেশনায় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় চার্চ পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক নীতিমালার চূড়ান্ত একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে প্রায় একবছর আগে। তবে এখনও সেটি গেজেটরূপে প্রকাশিত হয়নি। হয়তো আপনার নির্দেশনায় অতি শীঘ্র নীতিমালাটি আমরা হাতে পাব।

*(**আলোচনা:** প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, টিএ গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করার জন্য আমি আপনাদের অনেকবার অনুপ্রাণিত করেছি।)*

(১১) আপনার সহৃদয়তা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ থেকে দুজনকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে স্থান দিয়েছেন। এটা আপনার উদারতা ও ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ; এর জন্য আমরা সর্বদাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

(১২) আমরা আপনার মধ্যে দেখেছি দীন-দুঃখী, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি অনেক দরদ ও মমতাবোধ। এ ক্ষেত্রে আমরাও আপনার সাথে একাত্ম। যারা দুর্বল ও নির্যাতিত, বিশেষ করে, সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতি গোষ্ঠীর প্রতি সরকারের সদয় দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অনেক ক্ষেত্রে ওরা যেহেতু দুর্বল, সবলদের নির্যাতন প্রায়ই ভোগ করতে হয়। অতএব সরকারকে দুর্বলদের পক্ষ নেওয়া একান্ত জরুরী।

(১৩) পরিশেষে, এই সাক্ষাতের সুযোগদানের জন্য, আমাদের কথা ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য এবং দেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজের প্রতি আপনার অতীতের সকল মহানুভবতার জন্য, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনাকে ও আপনার সরকারকে সর্বদাই প্রার্থনায় স্মরণ রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

নিবেদনান্তে,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি.
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষে
ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ।

সূত্র: উ:খ্রী:ব:স:স:লি: এস/২০২০-২১/১২ তারিখ : ৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বিগত ৩১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত **'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ'** এর ব্যবস্থাপনা কমিটির যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তরবঙ্গ সমিতির একজন **'হিসাব রক্ষক'** পদে কর্মী নিয়োগ করতে যাচ্ছে এবং সে মোতাবেক উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বসবাসরত খ্রীষ্টান বিভিন্ন আন্তঃমন্ডলীর যেকোন আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

- **প্রার্থীর যোগ্যতা :** এম.কম./বি.কম; নূন্যতম ২ বছর কর্ম-অভিজ্ঞতা।
- **বেতন-ভাতাদি :** প্রবেশন পিরিয়ড-২০,০০০/- টাকা এবং স্থায়ী হলে প্রাথমিক-২৩,১০০/- টাকা।
- **বয়স :** কমপক্ষে ৩০ বছর।
- **আবেদনপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ :** ২৮ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার।

(অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাবলী বিশেষ বিবেচনায় নেয়া হবে)।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে স্বহস্তে লিখিত এবং দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তির (স্থানীয় পাল-পুরোহিত/পালক বাধ্যতামূলক) রেফারেন্স দিয়ে আবেদন করতে হবে।
২. আবেদনপত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।
৩. প্রার্থীকে কম্পিউটারের MS Word, Excel, Power-point & Internet Program সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। কম্পিউটারে বাংলা লেখায় বিশেষ বিবেচনা করা হবে।
৪. ছয় মাস প্রবেশন পিরিয়ড সম্পন্নের পর চাকুরী নিয়মিত হলে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি (প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রেচুইটি, উৎসব ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাসহ) প্রদান করা হবে।
৫. প্রার্থীকে সমিতির কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে ও নিজ দায়িত্বে হিসাবপত্র সংরক্ষণে পারদর্শী হতে হবে।
৬. প্রার্থীকে সামাজিক নেতৃত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।
৭. সর্বোপরি কর্মঘন্টা ও প্রয়োজনে এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে।

*** আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা :**
বরাবর, চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী,
উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার
৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫

বি:দ্র: কোন প্রকার ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

বিপ/২১৯/২০

খ্রিস্টরাজার রাজত্বে আমরা সবাই রাজা

রকি রায়

ভূমিকা: বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর উপসনা বর্ষকে যথাক্রমে ক, খ ও গ এই তিন পূজনবর্ষে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি পূজনবর্ষে আগমনকাল, খ্রিস্টের জন্মোৎসব কাল, সাধারণকাল, তপস্যাকাল ও পুনরুত্থানকাল এই ৫টি কালে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পূজনবর্ষ শুরু হয় আগমনকালের মধ্যদিয়ে এবং শেষ হয় সাধারণ কালের শেষ রবিবার বিশ্বরাজ যিশু খ্রিস্টের মহাপর্ব পালনের মাধ্যমে। বিশ্বব্যাপী কাথলিক ভক্তজনগণ অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতা ও তাৎপর্যের সাথে উদ্‌যাপন করে এই পর্ব, গভীরভাবে ধ্যান করে যিশুর এই চিরস্থায়ী রাজত্ব নিয়ে এবং ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানায় আমাদের এই রাজত্বের একজন অংশীদার হিসেবে গণ্য করার জন্য।

খ্রিস্টরাজার পর্ব পালনের পটভূমি ও ইতিহাস : ১৯২০ সারা পৃথিবী অভিজ্ঞতা করে ১ম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ এবং তাণ্ডবলীলা। ধর্মীয় নীতি ও মূল্যবোধ হারিয়ে ইউরোপীয়ান দেশগুলোও মেতেছিল ক্ষমতা লাভের নির্লিপ্ত খেলায়। যুদ্ধের পরও দেশগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ নতুন করে ছক কষছিলো কীভাবে নিজের দেশ তথা বিশ্বকে কুক্ষিগত করা যায়। এমন সময় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পোপ একাদশ পিউস মণ্ডলীতে খ্রিস্টরাজার পর্ব পালনের ঘোষণা দেন যেখানে পোপ তার বাণীতে যিশুকে শুধু আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু নয়, তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের জন্য একজন আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেন। পোপের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যেন যিশু আদর্শ অনুসরণ করে দেশ বা গোটা পৃথিবীকে পরিচালিত করেন যার সুফল ভোগ করবে দেশের সবচেয়ে নিম্নশ্রেণির জনগণও।

আমাদের খ্রিস্টরাজা : খ্রিস্ট শব্দের অর্থ অভিষিক্ত জন। অভিষিক্ত জন শব্দটি আমাদের কাছে এমন অর্থ প্রকাশ করে যেখানে খ্রিস্ট একজন বিশেষ মনোনীত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। খ্রিস্ট সত্যিই রাজা কিনা এ নিয়ে চিন্তিত ছিল ফরিশী ও ইহুদী ধর্মনেতারা, রাজা পিলাত তাকে প্রশ্ন করেছিল, যিশুর পাশের ক্রুশবিদ্ধ সৈন্যও তাকে উপহাস করেছিল। যিশু সত্যিই রাজা কিনা এ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর সেবক দায়ুদকে বলেছিলেন, তোমারই বংশের একজনকে দান করব সেই মহাপরাক্রমশালী সিংহাসন যার রাজত্ব হবে চিরস্থায়ী। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে প্রেরিত শিষ্য যোহনও সেই রাজ্যকে ব্যক্ত করেছেন। যিশু নিজেও তার শিষ্যদের কাছে ব্যাক্ত করেছেন কেমন হবে তার রাজত্ব। আমাদের খ্রিস্টরাজা জাগতিক রাজাদের মত নয় তিনি এক ক্ষুদ্র গোশালে জন্ম নিয়েছিলেন। প্রতিপালিত হয়েছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রির ঘরে, তার বাহন ছিল নৌকা ও গাধা। তার সিংহাসন কাঠের তৈরী ক্রুশ, তার মাথার মুকুট ছিল কাঁটার তৈরী। তার অস্ত্র ছিল ক্ষমা ও সেবা। তার রাজ্যের সংবিধান ঈশ্বর ও ভাই মানুষকে ভালবাসা। সাধু পলের ভাষ্যমতে তিনি ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সমতুল্যতাকে আঁকড়ে না ধরে নিজেকে নশ্বর মানুষ ও দাসে রুপান্তরিত করলেন। যাতে আমরা রক্তমাংসের পাপী মানুষ তার রাজত্বের অংশীদার হতে পারি।

আমাদের রাজা হওয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ:- সাধু ইউরেনিয়াস বলেছেন, ঈশ্বরপুত্র মানবপুত্র হলেন যাতে মানবপুত্র ঈশ্বরপুত্র হতে পারে। একইভাবে আমাদের খ্রিস্টরাজা প্রজা হলেন আমাদের মধ্যে ঐশরাজ্য নিয়ে এলেন যাতে করে আমরা প্রজারাও তার রাজ্যের রাজা হতে পারি এবং দীক্ষাস্নান সংস্কারের আমরা সেই রাজকীয় গুণ লাভ করি। কিন্তু আমাদের খ্রিস্টরাজাকে তার জীবনে অনেক পরীক্ষার সুম্মখীন হতে হয়েছে। একইভাবে আমাদের জীবনেও অনেক চ্যালেঞ্জ আসে যিশুর রাজত্বে রাজকীয় ভূমিকা পালন করতে গিয়ে। যিশুকে যেমন রাজা পিলাত প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি ইহুদিদের রাজা? আমরাও জাগতিক ভাবে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হই, আমি কি খ্রিস্টান? হয়তো মুখে হ্যাঁ বলাটা সহজ কিন্তু বিবেকের কাছে এর উত্তর দেয়াটা কঠিন, আমরা সত্যিই আমাদের কথা, কাজ, চিন্তা ও জীবনাচরণে খ্রিস্টান কিনা। যিশুর সাথে ক্রুশবিদ্ধ এক দস্যু যিশুকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তুমি যদি সত্যিই খ্রিস্ট তাহলে আমাদের বাঁচাও, নিজেও বাঁচো। যিশুর সেই ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি নিজের স্বার্থ বা সুখ দেখেন নি। জগতের পরিত্রাণের কথা ভেবেছেন। তদ্রূপ আমরা ব্যক্তি জীবনে কতটা স্বার্থত্যাগী কতটা নম্র? নাকি আমরা ক্ষমতার অপব্যবহার করি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজি। অন্যদিকে আমাদের খ্রিস্টরাজা বলেন তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন তিনি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, পীড়িত ও কারাবন্দীদের মধ্যেই আছেন। যদি আমরা তাদের সেবা করি আমরা খ্রিস্টরাজারই সেবা করি এবং শেষ বিচারে আমরা তার রাজ্যে পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবো। তাই আমাদের খ্রিস্টরাজাকে খুঁজতে হবে অভাবী ও অবহেলিতজনের মধ্যে।

উপসংহার: বিশ্বরাজ যিশু খ্রিস্ট যিনি ইতিহাস অতিক্রমকারী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যিনি আদি ও অন্ত। তিনি তার জন্ম, বাণীপ্রচার, সেবাকাজ, যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহনের মধ্যদিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ন্যায়ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কীভাবে নিস্বার্থ সেবা ও ভালবাসা দিতে হয়, কীভাবে করতে হয় অন্যায়ের প্রতিবাদ। তাই ভোগে মত্ত এই পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকেই এই আহ্বান পেয়েছি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করতে। সমাজে অত্যাচারিত, দলিত ও নিপীড়িতকে ভালবেসে সেবা করে তাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে। বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টরাজের এই মহাপর্ব আমাদের এই আহ্বান ও অনুপ্রেরণা দেয়। যাতে আমরাও নিসংকোচে গেয়ে উঠতে পারি রবি ঠাকুরের এই গান:-

আমরা সবাই রাজা,
আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে,
মিলব কী স্বত্বে?
আমরা সবাই রাজা॥ ❑

খ্রিস্টানদের ওয়ানগালা উৎসব পালন নিয়ে কিছু কথা

মানুয়েল চাম্বুগং

"এথেন্সের মানুষেরা, আমি দেখতেই পাচ্ছি যে, সব দিক দিয়েই আপনাদের মধ্যে যথেষ্ট দেবভক্তি রয়েছে! আপনাদের এই শহরে ঘুরতে-ঘুরতে আমি যখন আপনাদের নানা পুণ্যনির্মিত লক্ষ্য করছিলাম, তখন এমন একটি বেদীও আমার চোখে পড়ল, যার গায়ে লেখা আছে, 'এক অজ্ঞাত দেবতার প্রতি নিবেদিত।' তাই শুনুন; যাঁকে আপনারা, না জেনেও ভক্তি করেন, আমি এখন তাঁর কথাই আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি! পরমেশ্বর যিনি এই জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্তই গড়ে তুলেছেন, সেই স্বর্গ-মর্তের প্রভু যিনি, মানুষের হাতে তৈরী মন্দিরে তিনি তো বাস করেন না...। তিনি নিজেই তো সকলকে প্রাণ, প্রাণবায়ু, সমস্ত কিছুই দান করে থাকেন," *(শিষ্যচরিত ১৭:২২-২৫।)* এই এথেন্সবাসীদের মতো গারো জাতিও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে তাতারা-রাবুকা, সুসিমী-সালজং ও আসিমা-দিংসিমা প্রভৃতি অজ্ঞাত দেবতাদের পূজা-অর্চনা করতো। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর তারা এসব অজ্ঞাত দেবতাদের বাদ দিয়ে ঈশ্বর প্রভুকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তত্ত্বানুসারে জানা যায়, সেই সময় গারোরা সাংসারেক ধর্ম ছেড়ে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারা তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসহ আরো অন্যান্য কিছু ছাড়তে পারছিল না। যার কারণে ধর্মযাজকগণ তাদেরকে বকাবকি করতেন শাস্তি দিতেন। এমনকি হিন্দুদের পূজা-পার্বণে যেতেও নিষেধ করতেন।

একসময় ধর্মযাজকরা তাদের এই ভুল ধর্মশিক্ষা দেয়াকে বুঝতে পারেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার সংবিধানের শিক্ষার আলোকে বুঝতে পারেন যে, প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীরই প্রার্থনানুষ্ঠানে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চা করার ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। ১৯৬৩-১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে রোমে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে, "যে সমস্ত বিষয় মণ্ডলীর কল্যাণের সাথে তথা ইহজগতে জনসমাজের কল্যাণের সাথে জড়িত অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় সবসময় সকল স্থানে নিরাপদে সংরক্ষণ ও সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা আবশ্যক তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে, খ্রিস্টমণ্ডলী কাজের সেই স্বাধীনতা উপভোগ করে যা মানুষের পরিত্রাণ সাধনে মণ্ডলীর দায়িত্বের জন্য প্রয়োজন।" এই শিক্ষায় প্রবুদ্ধ হয়ে ধর্মযাজকরা গারোদেরকে অনুমতি দেয় উপাসনা অনুষ্ঠানে তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে। এতে গারোরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দলে-দলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

একটা জিনিস মাঝে-মাঝে চিন্তা করলে আমার খুবই ভাল লাগে, সেটি হলো মাতামণ্ডলী কতই না উদার, জগতের বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে নিজ-নিজ মাতৃভাষায় ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রভুর প্রশংসা-গান করতে। বলা হয়ে থাকে, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ার অনেক আগে থেকেই গারোদের ওয়ানগালা উৎসব বিলীন হয়ে গিয়েছিল; সেই প্রাণের উৎসব ওয়ানগালাকে পুনরায় সজিবতায় ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার ধর্মীয় স্বাধীনতার শিক্ষানুসারে চিন্তা করলেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মান্দি উপাসনা সাব কমিশনের উদ্যোগে, তৎকালীন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র অনুমোদনে খ্রিস্টরাজার মহাপর্বের দিনে বিড়ইডাকুনি ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টরাজার ওয়ানগালা উৎসব সর্বপ্রথম আয়োজন করা হয়।

খ্রিস্টরাজার পর্বদিনে ওয়ানগালা অনুষ্ঠান করার অর্থ হলো, খ্রিস্টান হওয়ার পর আমরা এখন ঐশসত্য ঈশ্বরপ্রভুকে জানতে পেরেছি। তাই তো আমরা এখন সালজং নামক সূর্যদেবতাকে বাদ দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই প্রভুযিশুকে কেন্দ্র করে ওয়ানগালা আন্দোৎসব করে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানে গারোদের মধ্যে ৯৯ ভাগ খ্রিস্টান হওয়ার পরও দেখা যায় মধুপুরের কয়েকটি গ্রামে ও ঢাকার কিছু-কিছু জায়গায় ওয়ানগালা অনুষ্ঠানে সাংসারেক রীতিতে ওয়ানগালা উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। আমি জানি না তারা আগের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য সাংসারেক রীতিতে ওয়ানগালা উৎসব করছে, না-কি লোক দেখানোর জন্য করছে, না-কি সত্যিকার অর্থে ওয়ানগালানুষ্ঠান করা হচ্ছে। যদি লোক দেখানোর জন্য কিংবা ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য সাংসারেক রীতিতে ওয়ানগালা অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে, তাহলে সেটি হবে আমাদের খ্রিস্টানদের জন্য বিরাট একটা ভুল। কারণ সত্য প্রভু ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি; অসত্য দেবমূর্তিকে আমরা পূজা করি না। যে ঐতিহ্যে বিশ্বাসের কোনো সত্য ভিত্তি নেই, সেই সালজং মিত্তিকে আমরা কেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো? সালজং দেবতা আসলে কে সবাই জানে, সালজং হচ্ছে সূর্য। তারপরও কেন তারা বর্তমান প্রজন্মকে করছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। আসলে সেই কথাই ঠিক; কেউ জেগে ঘুমালে তাকে উঠানো বড়ই কঠিন।

সাংসারেক রীতিতে খ্রিস্টানদের কেন ওয়ানগালা উদ্‌যাপন করা উচিত নয়

১. সালজং দেবতার পরিচয় ইতিমধ্যেই বলেছি যে সালজং হচ্ছে সূর্যদেবতা। তাই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে যিশুকে বাদ দিয়ে কোনো গ্রহ-নক্ষত্রকে আমাদের পূজা-অর্চনা করা ঠিক নয়।

২. আম্বি-আচ্ছুরা (নানা-নানীরা) অবুঝ মনে ওয়ানগালা উৎসবে সূর্যদেবতা মিসি সালজং-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে বলে সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য খ্রিস্টান হয়ে সূর্যদেবতাকে ওয়ানগালা অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই না।

৩. ওয়ানগালা উৎসব পরিচালনার জন্য একজন কামালের প্রয়োজন হয়, সেই কামাল কতটুকু দক্ষ-প্রশিক্ষিত সেটি দেখার বিষয়। তাছাড়া, অনেক সময় দেখা যায় কোনো কবিরাজ বা ওঝাদেরকে ওয়ানগালা পরিচালনা করার জন্য আনা হয়।

৪. ওয়ানগালা অনুষ্ঠান পরিচালনার সময় যে মন্ত্রগুলো কামাল পড়েন, সেই মন্ত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐ মন্ত্রগুলোর মধ্যে ঐশতত্ত্বের কোনো ভিত্তি নাই। শুধুমাত্র মন্ত্রগুলো আবৃত্তি করার জন্য করা হয়। যারা কারণে উপস্থিত জনতা অনেকেই হাসাহাসি করে থাকেন। আরো লক্ষ্যণীয় যে অনেক কামালই মদ খেয়ে মাতালের মতো প্রার্থনা পরিচালনা করে।

৫. ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার প্রথম আজ্ঞায় আছে, "তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।" তাই একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে সালজং নামক কোনো দেবতাকে আমাদের পূজা করা ঠিক না।

৬. অনেকেই মনে করেন, রোমান কাথলিকরা গারোদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিগুলো বাদ দিয়ে ওয়ানগালা অনুষ্ঠান করে থাকে। আসলে তাদের এই ধারণাটি একদম ভুল। কারণ

ওয়ানগালা উৎসবে গারোদের ঐতিহ্যগত সকল সংস্কৃতি যন্ত্রপাতিগুলোর সমন্বয়ে সুস্থ ও পরিকল্পিত কাঠামোগতভাবে ওয়ানগালা অনুষ্ঠান করা হয়।

মান্দি সংস্কৃতিতে খ্রিস্টানরা কেন খ্রিস্টরাজার ওয়ানগালা উৎসব করে

১. বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তকে বর্ণিত আছে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করার সময়, ঈশ্বর চতুর্থদিনে দিন ও রাত্রিকে পৃথক করার জন্য আকাশে গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহ সৃষ্টি করেন। তাই এর জন্যই আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে তাঁরই হাতে গড়া সূর্যগ্রহকে কেন্দ্র করে আমরা ওয়ানগালা উৎসব করি না। খ্রিস্টকে রাজার আসনে বসিয়ে ওয়ানগালা উদ্‌যাপন করি।

২. খ্রিস্টকে রাজা করে আমরা ওয়ানগালা উৎসব করি। কারণ আমরা যিশুর বিষয়ে জানি, "পুত্র তো অদৃশ্য পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তি; নিখিল সৃষ্টির অগ্রজাতক তিনি। কারণ তাঁরই আশ্রয়ে স্বর্গলোক ও পৃথিবীর বুকে সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে; দৃশ্য সব-কিছুই, আবার অদৃশ্য যা-কিছু আছে, তাও ঊর্ধ্বলোকের যত সিংহাসন, যত প্রভুত্ব; আধিপত্য বা কর্তৃত্ব- সমস্তই সৃষ্টি হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁরই উদ্দেশে", *(কলসীয় ১:১৫-১৬; শিষ্যচরিত ১৭:২৪-২৯; প্রত্যাদেশ ১০:৬)*।

৩. খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব দিনে আমরা মান্দি কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে খ্রিস্টরাজার ওয়ানগালানুষ্ঠান করি; কারণ "যিশু খ্রিস্ট রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু তিনি", *(প্রত্যাদেশ ১৯:১৬)*। যিশুর যে রাজা আমরা এটি জানতে পাই যিশুর মুখেই। পিলাত যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তাহলে তুমি কি রাজা?" যিশু তখন বলেছিলেন, "আপনি নিজেই তো বলছেন, আমি রাজা! সত্যের স্বপক্ষে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এর জন্যেই আমি জন্মেছি এর জন্যেই এই জগতে এসেছি। সত্যের মানুষ যারা তারা প্রত্যেকেই আমার কথা শুনে", *(যোহন ১৮:৩৭)*।

৪. ওয়ানগালা উৎসব পরিচালনার জন্য পৌরহিত্যকারী যাজককে/কামালকে মান্দিরা তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুযায়ী খুতুপ-দো'মি পড়ান। কারণ এই কামালই হলেন অপর খ্রিস্ট। খ্রিস্টের প্রতিনিধি হয়ে তিনি ওয়ানগালানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পোপ দ্বাদশ পিউস তাঁর লেখা বিশ্বজনীন পত্রে বলেন, "সেই একই যাজক খ্রিস্ট যিশুকে তাঁর পুণ্য ব্যক্তিকে, তাঁর সেবাকর্মী যাজক সত্যিকারভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন। সেবাকর্মী, যাজকীয় অভিষেকের গুণে, সত্যিকারে মহাযাজকেরই সদৃশ হয়ে ওঠেন এবং খ্রিস্টের আপন ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা ও স্থানে কাজ করার অধিকার লাভ করেন।" সাধু টমাস আকুইনাসও একই কথা বলেন, "সকল যাজকত্বের উৎস হলো খ্রিস্ট: প্রাক্তনবিধানের যাজক খ্রিস্টেরই প্রতিচ্ছবি এবং নববিধানের যাজক, খ্রিস্টের স্থানে কাজ করেন।" যাজকের বিষয়ে বাইবেল বলেন, "...তাহলে তোমরা হয়ে উঠবে এক পবিত্র যাজক-সমাজ; তোমরা তখন এমন আধ্যাত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পারব, যা যিশু খ্রিস্টের নিবেদনে পরমেশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হয়", *(১ পিতর ২:৫)*।

৫. খ্রিস্টরাজার ওয়ানগালা উৎসবের প্রার্থনার কাঠামোতে রয়েছে ঐশসত্য ও গারোদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সমাহার। ধন্যবাদের এই ওয়ানগালা আনন্দোৎসব শুরু হয় কাথলিক মণ্ডলীর সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রধান উপাসনা পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। যে খ্রিস্টযাগের রীতিটি উপাসনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাইবেলের বিভিন্ন শিক্ষা ও ঘটনার সম্মিলনে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়েছে।

ক) থক্কা অনুষ্ঠান: কামাল যিনি পৌরহিত্য করেন তিনি প্রার্থনা করবেন: হে পরম করুণাময় পিতা তোমার সম্মুখে উপস্থিত ভূমির ও মানুষের শ্রমের এই দ্রব্যগুলোকে তোমার পবিত্র ত্রিত্বে চিহ্নিত করার জন্য আমরা তোমার কাছে থক্কাদানের প্রস্তুত করা উপকরণ, চালের গুড়ি নিয়ে এসেছি। অনুনয় করি, তুমি ইহা আশীর্বাদ করে পুণ্যমণ্ডিত কর যেন এর দ্বারা পবিত্র ত্রিত্বের দ্রব্যগুলোকে চিহ্নিত করার মধ্যদিয়ে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টির উপর পবিত্রাত্মার শক্তিতে রাজাধিরাজ খ্রিস্টের মধ্যস্থতায় তোমার রাজত্ব ক্রমান্বয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে।

+ পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে। -আমেন

খ) থক্কা দান: যাজক দ্রব্যগুলোকে পবিত্র ত্রিত্বের নামে চিহ্নিত করে থক্কা প্রদান করবেন।

যাজকের প্রার্থনা: হে পরমেশ্বর, তোমার পবিত্র ত্রিত্বের নামে এ দ্রব্যগুলোকে চিহ্নিত করে থক্কা প্রদান করছি। এর ফলে সমস্ত সৃষ্টির ওপর পবিত্রাত্মার শক্তিতে রাজাধিরাজ খ্রিস্টের মধ্যস্থতায় তোমার রাজত্ব ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠত হোক।

গ) পবিত্র জল সিঞ্চন: চরুগালা ।

১. জল আশীর্বাদ: কামাল (যাজক) জল আশীর্বাদ করবেন: হে পরম করুণাময় পিতা, মিনতি করি এই জল আশীর্বাদ করে পুণ্যমণ্ডিত কর যেন এর দ্বারা এই দ্রব্যগুলোকে সিঞ্চিত করণের মধ্যদিয়ে সকল সৃষ্টি পাপজনিত ধ্বংসাত্মক সর্বপ্রকার মন্দতার দংশনে ক্ষত-বিক্ষত ও বিপদগ্রস্ত হওয়া থেকে নিরাময় লাভ করতে পারে এবং তোমার শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

+ পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে। -আমেন

২. (জল সিঞ্চন) যাজক দ্রব্যগুলোর উপর পবিত্র জল সিঞ্চন করবেন: হে পরম পিতা, তোমার পবিত্র ত্রিত্বের নামে এ দ্রব্যগুলো ওপর পবিত্র জল সিঞ্চন করছি। অনুনয় করি, এই সিঞ্চনের ফলে সকল সৃষ্টি পবিত্রাত্মার শক্তিতে রাজাধিরাজ খ্রিস্টের মধ্যস্থতায় পাপজনিত ধ্বংসাত্মক সর্বপ্রকার মন্দতা ও অনন্ত মৃত্যু থেকে ক্রমান্বয়ে নিরাময় লাভ করে তোমাকেই লাভ করুক। আমেন।

ঘ. দ্রব্যগুলো উৎসর্গ: নির্ধারিত লোকেরা উপস্থিত ক্রুশের চারিদিকে দাঁড়িয়ে দ্রব্যগুলোকে হাতে উঁচু করে ধরবে যখন যাজক উৎসর্গের প্রার্থনাটি করবেন।

উৎসর্গ প্রার্থনা: হে পরম করুণাময় পিতা, সকল জাতির মানুষ এবং এ বিশ্বের সমস্ত কিছুকে তোমার কাছে উৎসর্গ করতে আমরা এ দ্রব্যগুলোকে তোমার কাছে নিবেদন করছি যেন এর ফলে পবিত্রাত্মার শক্তিতে এবং প্রভু যিশুর মধ্যস্থতায় সকল জাতির মানুষ এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু ক্রমান্বয়ে তোমার দিকেই ধাবিত হয়। এ মিনতি করি, তোমার কাছে আমাদের বিশ্বরাজ খ্রিস্টের নামে। - আমেন

ঙ. সাসাৎ সআ : ধূপারতি দান।

- ❖ যাজক ক্রুশ ও দ্রব্যগুলোর প্রতি ধূপারতি দেবেন।
- ❖ ধূপারতি দানের শেষে দ্রব্যগুলোকে যথাস্থানে রাখবেন।
- ❖ **ধূপারতিদানের আগে যাজকের প্রার্থনা:** হে পরম পিতা, তোমার মহিমা ঘোষণা করতে বিশ্বরাজ খ্রিস্টের নামে আমরা তোমার কাছে এই ধূপারতি নিবেদন করছি। মিনতি করি এর ফলে পবিত্রাত্মার শক্তিতে রাজাধিরাজ খ্রিস্টের মধ্যস্থতায় সারা বিশ্বে ক্রমান্বয়ে তোমার মহিমার রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। - আমেন

পরিশেষে খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব দিনে সবাইকে জানাই শুভ ওয়ানগালা ও যিশুনা রাসং (যিশুতে প্রণাম)। আজকের এই ওয়ানগালার আনন্দঘন মুহূর্তে বিশ্বরাজ প্রভু যিশু খ্রিস্টকে কৃতজ্ঞভরা অন্তরে ধন্যবাদ জানাই তাঁর সমস্ত ভালবাসা ও অনুগ্রহদানের জন্য। রাজাধিরাজ প্রভু যিশুর নিকট আশীর্বাদ যাচ্না করি, গত একটি বছরে যেভাবে তিনি আমাদেরকে সকল বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষা করেছেন; বিশেষ করে এই করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময় আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন, আগামী দিনগুলিতেও যেন ঠিক তেমনিভাবে, তিনি আমাদেরকে সুস্থ রাখেন ও সুন্দর সুখি জীবন দান করেন॥ ❑

নতুন লেখক সৃষ্টিতে বড়দিনকেন্দ্রীক ম্যাগাজিনগুলোর ভূমিকা

প্রতিবেশী ডেস্ক ▮ সারা বিশ্বের খ্রিস্টানদের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীরাও মহানন্দে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন 'বড়দিন' ঘটা করে উদ্‌যাপন করে থাকে। বড়দিনের বেশ কিছু দিন আগে থেকেই শুরু হয় সেই প্রস্তুতি। গ্রামীণ পরিবেশে সেই প্রস্তুতি দৃশ্যমান হয় ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণার্থে লেপা-মোছার সাথে-সাথে পিঠা-পায়েসের জন্য গুড়ি কুটা ও শুকানোর মধ্যদিয়ে। আর এর সাথে শহরের মত গ্রামেও যুক্ত হয়েছে মার্কেটিং এর ধুম। বর্তমানে গ্রাম-শহরে যুবক-যুবতীদের কীর্তন গান এবং নাটক রিহার্সেলেরও বেশ মহড়া দেখা যায়। আর এতসব কিছুর সাথে যুক্ত হয়েছে ম্যাগাজিন প্রকাশ। বড়দিনকে কেন্দ্র করে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে পারা একটি সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলেই অনেকে মনে করেন। আর তাইতো বড়দিনে ম্যাগাজিন প্রকাশের ধুম পড়ে যায়। এ কাজে মূলত সংগঠনপ্রিয় যুবকেরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রাত জেগে-জেগে ম্যাগাজিন ছাপার কাজ চালায় এই উদ্যমী যুবকেরা। ম্যাগাজিন প্রকাশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বড়দিনকে ঘিরে দেশের আনাচে-কানাচে স্কুল, কলেজ, সংগঠন, গঠনগৃহ, ক্লাব ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে কত যে ম্যাগাজিন বের হয় তা হিসেব ও সংরক্ষণ করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে তা আমাদের মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে। আর এ ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যদিয়েই অনেক কচি-কাঁচা লেখক তাদের জীবনের প্রথম লেখালেখি শুরু করেন। সঙ্গতকারণেই লেখক সৃষ্টিতে বড়দিনকেন্দ্রীক এই ম্যাগাজিনগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীরও একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ে লেখকশ্রেণী তৈরি করা। তাই যে সকল সমিতি-সংগঠন- ক্লাব, গ্রাম-ধর্মপল্লী, গঠনগৃহ, কমিটি-কমিশন ম্যাগাজিন প্রকাশ করার মধ্যদিয়ে নতুন লেখকদের লেখালেখির প্লাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছে তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। একইসাথে আহ্বান রাখা হচ্ছে যাতে করে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণে এই ম্যাগাজিন প্রকাশ না হয়। ম্যাগাজিন প্রকাশ হোক সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটিয়ে লেখক সৃষ্টিতে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সংখ্যা-২ এ প্রকাশ করা হয়েছিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনে প্রকাশিত ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পরবর্তীতে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে। যেখানে প্রকাশিত ম্যাগাজিনগুলোর মূল্যায়নপূর্বক প্রাসঙ্গিক ও প্রায়োগিক কয়েকটি লেখাও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ছাপানো হবে। তাই এবারের এই বিশেষ সংখ্যাটি আমাদের কাছে প্রেরিত ১৩টি ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করেই।

বনফুল: বড়দিন ও বিজয় দিবস -২০১৮ খ্রিস্টাব্দকে কেন্দ্র করে বনপাড়া খ্রিস্টান বহুমুখী সমিতি, ঢাকা প্রকাশ করেছে বনফুলের অষ্টম সংখ্যাটি। নাম ও উপলক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রচ্ছদ তৈরিতে রয়েছে সৃজনশীলতার পরিচয়। ম্যাগাজিনের অঙ্গসজ্জাতেও মুন্সিয়ানার ছাপ রয়েছে। কাগজের পরিমাণে কম হলেও লেখার মানে কমতি নেই। স্থানীয় বিশপ থেকে শুরু করে স্থানীয় বিশিষ্টজনের শুভেচ্ছা বাণী ম্যাগাজিনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে ম্যাগাজিনটির মূল আকর্ষণ বড়দিন, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে লেখাগুলো। প্রবন্ধ, গল্প, স্মৃতিচারণ, কর্মসূচীর বর্ণনা ও কবিতার এক মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে এই ম্যাগাজিনে। এই ম্যাগাজিনের লেখকগোষ্ঠী সকলেই প্রায় স্থানীয় ও প্রতিষ্ঠিত লেখক। লেখা ও বিজ্ঞাপনের মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্য। ৩৯ পৃষ্ঠার লেখার সাথে রয়েছে ১৬ পৃষ্ঠার মানানসই বিজ্ঞাপন। ইংরেজি বাদে প্রচ্ছদে আরেকটু বেশি সৃজনশীলতা ও মৌলিকতা প্রকাশ করলে এই ম্যাগাজিনটি অনেক ম্যাগাজিনের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। লেখা এবং অঙ্গসজ্জায় যেমন মান বজায় রাখা হয়েছে বাঁধাই এ তা ধরে রাখা হয়নি। মান বজায় রাখার সাথে-সাথে নতুন লেখকদের সুযোগ প্রদান করলে ভাল।

ইদানিং: তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলা খ্রীষ্টান যুব কল্যাণ সমিতির মুখপত্র 'ইদানিং' এর ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের মহান বিজয় দিবস, শুভ বড়দিন ও খ্রিস্টীয় নববর্ষকে কেন্দ্র করে। সাদা-কালোর ৪০ পৃষ্ঠার এই ম্যাগাজিনে ১০ পৃষ্ঠা রয়েছে বিজ্ঞাপন; যা অনেকটা যৌক্তিক। প্রচ্ছদটিতে সাদামাটার মধ্যে সরল-সৌন্দর্যের একটু আভা রয়েছে। ম্যাগাজিনে অঙ্গসজ্জাতে মনোযোগ ততটা না দিলেও লেখা নির্বাচনে যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা লেখাগুলো পড়লেই বুঝা যায়। শুভেচ্ছা বাণীর বাতুলতা কমিয়ে লেখার সংখ্যা বাড়ানোতে এই ম্যাগাজিনটি ধন্যবাদ পেতেই পারে। ম্যাগাজিনের দুটি আর্টিকেল এই সময়ের খ্রিস্টান সমাজের জন্য খুবই উপযোগী ও গঠনদায়ক। প্রবন্ধ, গল্প, ও কবিতার এক সেতুবন্ধন পাওয়া যাবে এই ম্যাগাজিনে। স্থানীয় নয়, বাইরের লেখকদের লেখাই বেশি স্থান পেয়েছে ম্যাগাজিনটিতে। চড়াখোলা খ্রীষ্টান যুব কল্যাণ সমিতির অনেক প্রতিভাবান লেখক-লেখিকা আছে অথবা গড়ে ওঠবে যারা এই ম্যাগাজিনটিকে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলবে বলে বিশ্বাস করি।

কিশলয়: গোল্লা ধর্মপল্লীর বান্দুরা গ্রামের কিশোর সংঘের মুখপত্র 'কিশলয়ের' ১০ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বড়দিনকে কেন্দ্র করে। ছোট গ্রামের উদ্যোগী ব্যক্তিদের সৃজনশীলতা প্রকাশের প্রয়াস এবারের কিশলয় মাগ্যাজিনটি। ম্যাগাজিনটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রং-এর প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। রঙের এই প্রাচুর্যতা ম্যাগাজিনের সৌন্দর্যকে কমিয়ে দিয়েছে। প্রচ্ছদে হয়তো নতুনত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই রূপকধর্মী এই প্রচ্ছদের ব্যাখ্যা ম্যাগাজিনে সংযোজন করলে তা সকলের বোধগম্য হতো। তা না করায় সৃজনশীল চিন্তাটি অনেকেই আত্মস্থ করতে পারবে না। বিজ্ঞাপনের আধিক্য থাকায় সুন্দর ও মানসম্পন্ন লেখাগুলোর গুরুত্বও কিছুটা কমে গেছে। যুবদের সৃজনশীলতা ও রঙিন মনের প্রকাশ ঘটেছে এখানে। ম্যাগাজিনের বেশিরভাগ লেখকই স্থানীয়। লেখাতেও স্থানীয় ইতিহাস ও পরম্পরাগত কিছু বিষয় ওঠে এসেছে। বড়দিনকে কেন্দ্র করে ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করা হলেও বড়দিনের উপর মূল কোন লেখা না থাকায় ম্যাগাজিনের মানটিও একটু কমে গেছে। ২২ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের সাথে মাত্র ৯ পৃষ্ঠার লেখা কোন ম্যাগাজিনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে না।

উদয়: পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান যুব সংঘ, ঢাকা ৯ম বর্ষে ১০ সংখ্যাটি প্রকাশ করছে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। ১০০ পৃষ্ঠার বেশ মোটাসোটা এই ম্যাগাজিনটিতে স্থানীয় ও বাইরের লেখকদের লেখার মিশেল রয়েছে। ম্যাগাজিনটির অঙ্গসজ্জা, বাঁধাই ও কাগজ বেশ মানসম্পন্ন। তবে প্রচ্ছদটি একেবারেই সাদামাটা। মৌলিকতা ও সৃজনশীলতার ছাপ তেমন একটা নেই প্রচ্ছদে। কার্ডিনাল মহোদয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিশিষ্টজনের শুভেচ্ছাবাণীতে সমৃদ্ধ এই ম্যাগাজিন। বাণীর মতো লেখাগুলোও সমৃদ্ধ করা দরকার ছিল। স্থানীয় দুজন ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করে ম্যাগাজিন কমিটি তাদের মানসিক উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। উদারতার সাথে-সাথে মৌলিকতার ওপরও জোর দিতে হবে। আর তাই স্থানীয় লেখকদের দিয়ে ম্যাগাজিন করতে আরো উদ্যমী হতে হবে। বিজ্ঞাপনের ভারে সুন্দর লেখাগুলো যেন চাপা না

পড়ে যায় সেদিকে নজর রাখা হয়েছে ম্যাগাজিনে। বেশ কয়েকজন লেখকের একই লেখা ইতোমধ্যে যা অন্য ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়েছে তা ও এখানে স্থান পেয়েছে। বানানের ব্যাপারে একটু মনোনিবেশ করা দরকার। তবে সার্বিক বিচারে দৃষ্টিনন্দন একটি ম্যাগাজিন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে উদয় ম্যাগাজিনটি।

রমনা দর্পন: ঢাকা রমনার আর্চবিশপ ভবন চত্বরে অবস্থিত সাধু যোসেফের সেমিনারী থেকে রমনা দর্পণের ৪৩তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ সৃষ্টিনন্দন ও অর্থপূর্ণ হয়েছে। প্রচ্ছদে কারুকাজ করা লেখাটি এর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। অঙ্গসজ্জাও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। রং-এর ব্যবহারে পরিমিতি বোধ কাজ করেছে। ১১২ পৃষ্ঠার প্রকাশনাটিতে বেশকিছু ভালো লেখা রয়েছে যা সবই নিজেদের লেখা। খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও আশাপ্রদ দিক এটি। বিজ্ঞ লেখকদের ১/২টি লেখা থাকলে প্রকাশনাটির মান আরো একটু বেড়ে যেতো। বিজ্ঞাপন রয়েছে ছোট-বড় মিলিয়ে ১০৯টি। একটি ম্যাগাজিনের সৌন্দর্যহানি ঘটে অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনে। এই ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বোর্ড ও পৃষ্ঠপোষকদের আরও সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সেমিনারীর প্রকাশনাতে বানিজ্যিক প্রকাশনার রূপ দেখা খুব দৃষ্টিকটু।

খ্রিস্ট অন্বেষণ: নটর ডেম ক্যাম্পাসের ম্যাথিস হাউজে খ্রিস্ট দর্শন সেমিনারী ও জিন্দাবাহারের মরো সেমিনারীর যৌথ প্রকাশনা 'খ্রিস্ট অন্বেষণ' ম্যাগাজিনটি। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশনাটির চতুর্দশ বর্ষ চলছে। প্রচ্ছদটি খুবই অর্থপূর্ণ। যিশুর জন্মের ঘটনাটি ফুঁটে ওঠেছে প্রচ্ছদে। তবে রং-এর মিশ্রণ বা ব্যবহার সঠিক মাত্রায় হয়নি। অঙ্গসজ্জা বেশ দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। বড়দিনের বেশ কিছু অর্থপূর্ণ লেখা রয়েছে এবং এর সাথে রয়েছে কিছু স্মরণীয় ব্যক্তিদের কীর্তি নিয়ে জীবনকর্ম কাহিনী। কাগজ ও লেখার ছাপা খুবই সুন্দর। এ সংখ্যায় রয়েছে ৬৩টি বিজ্ঞাপন যা কিছুটা হলেও সংকলনটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

দীপ্তসাক্ষ্য: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা থেকে প্রকাশ করা হয়। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন সংখ্যাটির ৪৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা প্রকাশ পায়। প্রচ্ছদে বাংলা সংস্কৃতিকে নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে শিশুযিশুর একক ছবি যা গোশালায় পবিত্র পরিবারের ছবি হলে ভালো হতো। আরো রয়েছে বনানী গির্জার ছবি। বড়দিন সংখ্যায় এ গির্জার ছবি এত বড় করে না দিলেই আরো অর্থপূর্ণ হতো। প্রচ্ছদের রং আরো একটু উজ্জ্বল হলে স্পষ্টভাবে সৌন্দর্য ফুঁটে উঠতো। ম্যাগাজিনের প্রায় সকল লেখাই গবেষণাধর্মী, সময়োপযোগী, প্রাসঙ্গিক ও মানসম্পন্ন। মানসম্পন্ন লেখা মেজর সেমিনারীয়ান বা ভবিষ্যৎ যাজকদের কাছে সকলেরই প্রত্যাশা। এ ম্যাগাজিনের লেখাগুলো সে প্রত্যাশা পূরণ করেছে। ১০৮ পৃষ্ঠার পত্রিকায় ৪৫টি বিজ্ঞাপন পরিমিতি বোধের পরিচয়ই বহন করে। ম্যাগাজিনটির অঙ্গসজ্জা বা অলংকরণ বেশ সাদামাটা। এ বিষয়ে নজর দিলে ম্যাগাজিনটির মান আরো বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka Catenians/ ঢাকা ক্যাটেনিয়ানস: ক্যাটিনিয়ানস এসোসিয়েসন, ঢাকার তত্ত্বাবধানে এই ম্যাগাজিনটির ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে। ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ থেকে লেখা সকল কিছুতেই ক্যাটিনিয়ানদের নিজেদের কথাই বেশি ব্যক্ত হয়েছে। স্বল্প মানুষের শুভ একটি উদ্যোগ এই প্রকাশনাটি। প্রচ্ছদে পাশ্চাত্যের ব্যবসায়িক প্রতিকীটি বড়দিনের তাৎপর্যকে তুলে ধরতে যথেষ্ট নয়। মৌলিকতা ও সৃজনশীলতা কম। লেখাগুলো বেশিরভাগই এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের যারা লেখালেখির জগতে নতুন। অঙ্গসজ্জা ও অলংকরণে সাদামাটা ভাব থাকলেও বিজ্ঞাপনের বাহুল্য না থাকায় ম্যাগাজিনটি দেখতে খারাপ নয়।

পূর্বাদি: পূর্ব ভাদার্ত্তী (উত্তর) খ্রীষ্টান শান্তি ও ঐক্য কমিটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বড়দিন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ ও নববর্ষ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দকে কেন্দ্র করে। একটি গ্রামের একটি অংশ এই শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করায় তারা সাধুবাদ পাবার যোগ্য। নামকরণের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রচ্ছদ করতে গিয়ে সম্পাদকীয় বোর্ড উপলক্ষ্যকে ছোট করে ফেলেছেন। দর্শক ও পাঠকদের জন্য কঠিন হবে বড়দিন ও নববর্ষের সাথে এই প্রচ্ছদের সম্পর্ক খুঁজে পেতে। তবে সম্পাদকীয়তে নামকরণের ব্যাখা তুলে ধরাতে বিভ্রান্তি কিছুটা দূর হবে। ৪০ পৃষ্ঠার ছোট আকারের এই ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা অত্যধিক। খ্রিস্টান-অখ্রিস্টানদের লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে ম্যাগাজিনটি। বেশ কয়েকজনের লেখার মান বেশ ভালো। তবে লেখা সেট-আপ যথার্থভাবে না করাতে বিজ্ঞাপনগুলোই বেশি চোখে পড়ে। কাগজ, অঙ্গসজ্জা বেশ ভালো। আশা করা যায়, পূর্বাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে।

অনুপম: বাঙালী সাংস্কৃতিক সংগঠন, বারমুদা থেকে প্রকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদে তিনটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। বড়দিন, বিজয় দিবস ও বাংলার সংস্কৃতি। মৌলিকতা ও সৃজনশীলতার একটি প্রকাশ ঘটেছে এই ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে। বড়দিন ও বিজয় দিবসকে সমমর্যাদাদান এর বিশেষ একটি দিক। প্রচ্ছদে রং ব্যবহারে আরেকটু সচেতন হলে দারুণ দৃষ্টিনন্দন ও অর্থপূর্ণ একটি প্রচ্ছদ হতো। বিজ্ঞাপনে রং এর ব্যবহার অতি মাত্রায়। ভিতরের পাতায় সাদামাটা অলংকরণ হলেও লেখাগুলো অর্থপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। পূর্ণপৃষ্ঠায় ২৪টি বিজ্ঞাপন ক্ষুদ্র আকৃতির ম্যাগাজিনের জন্য একটু বেশিই ভারী।

দীপন: পাগার মিশন খৃষ্টান যুব সমিতি, টঙ্গী, গাজীপুর থেকে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দীপনের ১৪তম সংখ্যা । প্রচ্ছদটি হাতে আঁকা। সৃজনশীলতা ও মৌলিকতা প্রকাশের সুন্দর প্রয়াস। রং এর ব্যবহার সঠিক হয়নি। বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রচ্ছদে আরো প্রাণবন্ত ও সজীব রং এর ব্যবহার করা দরকার ছিল। ছবির মানুষগুলোর চিরায়ত অবয়ব ফুটে ওঠেনি। ছবিতে বড়দিনের আবহ পরিস্ফূটিত হয়েছে। লেখা ও অঙ্গসজ্জায় নজর দিতে হবে এবং বিজ্ঞাপন ও লেখার সংখ্যার সাথে সমন্বয় রাখতে হবে।

যুবদৃষ্টি: এপিসকপাল যুব কমিশনের ত্রৈমাসিক প্রকাশনার ৩৩ বর্ষ বড়দিন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির প্রচ্ছদ ত্রিমাতৃক ব্যঞ্জনায় খুবই দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। বড়দিন, স্বাধীনতার স্মারক আর প্রকৃতির আবহ প্রচ্ছদটিকে মহিমান্বিত করেছে। প্রচ্ছদের রং খুবই সীমিত আকারে ব্যবহার করা হয়েছে। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির ১৫ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা রয়েছে। লেখাগুলো বেশ শিক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। অঙ্গসজ্জা একেবারেই সাদামাটা হলেও পত্রিকাটিতে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি নেই। যেহেতু এটি যুবসমাজের প্রকাশনা তাই পত্রিকাটির কলেবর আরো বৃদ্ধি করা হলে এবং যুবক-যুবতীদের আরো লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করা হলে ভালো হতো।

অগ্রণী: ঢাকা নবাবগঞ্জের নতুন তুইতাল গ্রামের অগ্রণী সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সংঘের বার্ষিক মুখপত্র 'অগ্রণী' ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে এর ১৩ তম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রচ্ছদে বড়দিনের প্রতীক হিসেবে ক্রিসমাস ট্রি ব্যবহার করে। যা দিয়ে বড়দিনের তাৎপর্য প্রকাশ পায় না। ৫২ পৃষ্ঠার এই ম্যাগাজিনটি পূর্ণাঙ্গ রঙ্গিন। প্রচ্ছদে রঙের আধিক্য না থাকলেও ভিতরে রঙের প্রাচুর্য। তবে অঙ্গসজ্জা/অলংকরণ সাদামাটা। নবীন-প্রবীণ এবং স্থানীয়-বাইরের লেখকদের লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে এই প্রকাশনাটি। তবে একই লেখকের একাধিক লেখা যে কোন প্রকাশনার জন্য দৃষ্টিকটু। এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় বোর্ড সচেতন হবেন। লেখা সাজানোর ব্যাপারেও যত্নশীল হওয়া দরকার। বড়দিনকে ঘিওে

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ : প্রকৃতি ও জগত দর্শন

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি, প্রমোদ টমাস রোজারিও সিএসসি

ভূমিকা

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই। তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। ঈশ্বর তাঁর আপন শক্তিতে শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি ঈশ্বরের পরাক্রমশালী শক্তির অন্যতম প্রকাশ। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মে পূর্বে বিদ্যমান কোন কিছুর বা কোন সহায়তার প্রয়োজন পড়ে না। তাই তিনি শূন্য থেকে স্বাধীনভাবে অবিরাম সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। তার সৃষ্টির মধ্যদিয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশ করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি একেবারে নিজেকে প্রকাশ করেননি। সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন ঘটনা, চিহ্ন ও বাস্তব উপস্থিতির দ্বারা তিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আজ আমরা ঈশ্বরকে যেভাবে জানি ও অভিজ্ঞতা করি, আদিতে তো তেমনটি ছিল না। মানুষ অনুসন্ধিৎসু। ফলশ্রুতিতে, মানুষ দিনে-দিনে উপলব্ধি করছে এক অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা, যা সব কিছুকে ধারণ করে আছে এবং সেই অদৃশ্য শক্তির দ্বারা এই বিশ্বপ্রকৃতি ও জগৎ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যুগের পরিক্রমায় সেই অদৃশ্য শক্তি নিজেকে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা বলে প্রকাশ করেছেন। এই সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তাকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'জীবন দেবতা'; আর পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন 'পিতা'।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও জগত দর্শন

রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও প্রকৃতি দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ। কবি বুঝেছেন যে, এক শক্তি এই বিশ্বের মধ্যে লীলা করছেন, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি সকল দেশ, সকল কাল, সকল মন ও সকল বস্তু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। প্রাকৃতিক জগতে তিনি বহুরূপধারিণী। তাই রবীন্দ্রনাথ তার জগৎ দর্শনে বলেছেন, 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি যে/তুমি বিচিত্র রূপিনী'। এজন্যই পরম সত্ত্বার সাথে জগতের সম্বন্ধ আলোচনায় দেখা যায়, পরমসত্ত্বার বিশেষ কোন রূপ নেই। বরং তিনি বিচিত্ররূপী। তিনি এ জগত প্রকতির সকল রূপেই বিদ্যমান। এক্ষেত্রে বিশেষ কোন স্থানে খুঁজতে গেলে আমরা তাকে পাব না। এ অর্থে তিনি অরূপ। পক্ষান্তরে জগতের ইন্দ্রিয়গোচর যে বর্ণ বৈচিত্র্যময় রূপ তার আড়ালেই তিনি রয়ে গেছেন। স্থান-কালের জগতে তার প্রকাশ খুঁজতে হলে প্রকৃতি মধ্যেই তাকে উপলব্ধি করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ এ জগৎকে প্রচণ্ড শক্তি বলেও অনুভব করেছেন। গতির দ্বারা সে শক্তি প্রতিনিয়ত কম্পিত হয়। সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মূলে এ প্রচণ্ড গতি। এ গতির মধ্যেই মঙ্গল ও আনন্দ নিহিত। তিনি বলেন, আমার সত্য দিয়া, আমার আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া আছি, তখনই দেখিতে পাই.. বস্তু নহে ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাহার মধ্যে আছে। এই যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই যে অপরিসীম সত্য, এই যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি ও জল বলিয়াই জানিয়ে গেলাম, তবে যে ভয়ানক ব্যর্থতা' এভাবে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে পরমের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। প্রকৃতির নিয়মরূপে সেই শক্তিময়ের প্রকাশ। তার মতে, ধর্মে আমরা যে ঈশ্বরের পূজা করি, যে জীবন দেবতাকে চাই, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মা কিংবা জগতের বাইরে অবস্থিত কোন অতিন্দ্রীয় সত্ত্বা নন। তাকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করা যায়, প্রকৃতি জগতেই পাওয়া যায়।

পোপ ফ্রান্সিসের প্রকৃতি ও জগৎ দর্শন

বিশ্ব বিবেক পোপ ফ্রান্সিস, ২৪ মে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে *Laudato si* বা তোমার প্রশংসা হোক সর্বজনীন পালকীয় পত্রে এই প্রকৃতি ও জগত সম্পর্কে তার দর্শন ও মতামত জোড়ালোভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, এই পৃথিবী আমাদের জন্য বোঝা বা লুট করা সম্পদ নয়, পৃথিবী আমাদের মা। আমরা ভুলে গেছি যে, আমরা নিজেরা এই পৃথিবীর ধূলিমাত্র। আমাদের শরীর জগতের উপাদান দ্বারা গঠিত, আমরা জগতের জড় থেকেই জীবন লাভ করি। 'ঈশ্বরের কোন সৃষ্টিই পরিত্যক্ত বা অবহেলিত নয়; সবাই অপরিহার্য। মানুষ কি অন্যান্য প্রাণী বা জীব, সবার জীবনেরই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রকৃতি ছাড়া বাঁচতে পারি না। কেননা, ঈশ্বর নিজেই প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করছেন।

পোপ ফ্রান্সিস উপলব্ধি করেন, প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়াই আমাদের আত্মার পুনরুদ্ধারের একটি সুযোগ। ঈশ্বর ও প্রকৃতির সম্পর্ক ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, "সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ।" ঈশ্বরের এই প্রকাশ থেকে কোন প্রাণীকে বাদ দেওয়া হয় না। তাই তিনি সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং প্রকৃতির নীরব কণ্ঠস্বর শুনতে আহ্বান করেন। তাঁর মতে, এই বিশ্বপ্রকৃতি ও জগত ঈশ্বরের মহাঐশ্বর্য প্রদর্শন করছে। তাই কেউ কারো হতে বিচ্ছিন্ন নয় বরং একে-অন্যের পরিপূরক, পরিসেবক ও পরিপূর্ণতা। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "প্রকৃতি কেবল ঈশ্বরকেই প্রকাশ করে না বরং ঈশ্বরের উপস্থিতির একটি স্থান হলো প্রকৃতি। মানুষ ও প্রকৃতি আমরা একই পিতা দ্বারা সৃষ্ট, একই বন্ধনে আবদ্ধ এবং একই পরিবারের সদস্য। আমাদের অন্তরের মানুষের জন্য আন্তরিকতা, সমবেদনা এবং উদ্বেগ না থাকলে প্রকৃতির সঙ্গে গভীর যোগাযোগের অনুভূতি বাস্তব হতে পারে না। মানুষ ও প্রকৃতি আমরা সবাই একই তীর্থযাত্রায় একে-অন্যের ভাই ও বোন।" মানুষ ও প্রকৃতি, জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

পিতা সবকিছুর উৎস এবং যোগাযোগকারী। পুত্র পিতার প্রতিফলন, যার দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছিলো। আত্মা, অসীম প্রেমের বন্ধন এবং এক নতুন পথের প্রদর্শক। পিতা, পুত্র-পবিত্র আত্মার প্রেমের কারণেই সমগ্র জগৎ অস্তিত্বশীল।

রবীন্দ্রনাথ ও পোপ ফ্রান্সিসের দর্শনের সমন্বয়:

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পোপ ফ্রান্সিস উভয়ই ঈশ্বরকে প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে উপলব্ধি করেছেন, যিনি জগতের সবর্ত্রই বিরাজমান। তাঁদের মতে, প্রকৃতি ও জগতের মধ্যে ঈশ্বর গতিশীল ও জীবন্ত।
* রবীন্দ্রনাথের মতে, বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিতে ঈশ্বর বহুরূপী। এদিক থেকে পোপ ফ্রান্সিস ও প্রকৃতিতে পিতা, পুত্র ও পবিত্র-আত্মার সংযোগ ও সমন্বয় দেখিয়েছেন।
* তাঁরা দুজনেই একমত যে, এই জগতের সকল রূপের মধ্যেই ঈশ্বর বা পরম-সত্তা বিদ্যমান। তাঁকে কোন বিশেষ স্থানে খুঁজে পাওয়া যায় না।
* পোপ ফ্রান্সিস এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই দেখিয়েছেন যে, বিশ্বের রূপ প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে কিন্তু বিশ্বের যে মূল উপাদান তা চিরকাল একই আছে।
* তাঁদের মতে, ঈশ্বরের শক্তি অচিন্তনীয়, ঈশ্বরের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, ঈশ্বরের সত্য অপরিসীম । জগত ও প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর সর্বদা রহস্যময়।
* তাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর তাঁর আনন্দরূপ সত্তাকে ব্যক্ত করেন সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে। আবার সৃষ্ট মানুষও স্রষ্টার আনন্দলীলায় অংশগ্রহণ করে প্রকৃতি ও জগতকে প্রেম ও সেবার মাধ্যমে।
* প্রকৃতি ও জগৎ দর্শনে পোপ ফ্রান্সিস রবীন্দ্রনাথ একই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন আর তা হলো "সৃষ্টির মধ্যেই সৃষ্টার অবিরাম প্রকাশ।"

উপসংহার

বিবিসি'র 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' জরিপে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী, নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু একজন কবি ছিলেন না, দার্শনিকও ছিলেন। এদিকে আধুনিক যুগের মহান প্রবক্তা, বিশ্ববিবেক পোপ ফ্রান্সিসও শুধু ধর্মগুরু বা প্রবক্তা নয় তিনি দার্শনিকও বটে। এখানে মূলত পোপ ফ্রান্সিস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি ও জগৎ দর্শনের সমন্বয় দেখানো হয়েছে। ঊনিশ এবং একুশ শতকের এই দুই মহামানব দুই সময়ে থেকেও একই বিষয়ে উপলব্ধি করেছিলেন; ঈশ্বর, মানুষ এবং সমগ্র সৃষ্টিরই মূল পূর্ণতা ও পরিপক্কতা হলো নিজেকে বিলিয়ে দেয়া। সৃষ্টির মধ্যদিয়ে ঈশ্বর প্রতিনিয়তই মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর একটি অনন্তকালীন প্রতিক্রিয়ায় সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যা পূর্ণতার দিকে ধাবমান। অথচ বিশ্ব-প্রকৃতি আজ হুমকির মুখে। ঈশ্বর মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির যত্ন নিতে দায়িত্ব দিয়েছেন; কারণ প্রকৃতি মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। ঈশ্বর যে প্রেম দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতি ও জগত সৃষ্ট করেছেন, সেই প্রেম আমাদের মধ্যেও জাগ্রত করতে হবে। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ। তাই সৃষ্টিকে ভালবেসে ও সেবা করে, ঈশ্বরকেই ভালবাসতে ও সেবা করতে হবে। আসুন, আমরা নিজে বাঁচি এবং প্রকৃতিকে বাঁচাই।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বিএম জাকির হেসেন, বাংলাদেশ দর্শন, সাক্সেস প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ: ৩১২

২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৩

৩. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার: রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রী: ।

৪. রহমান, মো: মাহবুবুর: বাংলাদেশের দর্শন, ইচ্ছামতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩ খ্রী: ।

৫. "LAUDATO SI"- Pope Francis, Apostolic letter, 2015.

প্রকাশিত : দীপ্ত সাক্ষ্য, ৪৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা : ৬৭॥ ❑

নতুন লেখক সৃষ্টিতে বড়দিনকেন্দ্রীক...

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

যেহেতু এই প্রকাশনা তাই সঙ্গতকারণেই বড়দিনের লেখাগুলোতে গুরুত্ব দিতে হতো। বিজ্ঞাপনের আধিক্য কমাতে হবে।

আশা করা হয়েছিল আরও অধিক সংখ্যক প্রকাশনা পাওয়া যাবে কিন্তু মাত্র ১৩টি সংকলন নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের হাতে এসে পৌছায়। আগামীতে করোনার কারণে হয়তো অনেক সংগঠন সংকলন প্রকাশ করতে পারবে না। তবু আশা রাখি প্রকাশিত সংকলনগুলো যেন এক কপি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী অফিসে পাঠানো হয়। যাতে করে আগামী এই ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে প্রতিবেশীর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ম্যাগাজিনকে পুরস্কৃত করা হবে। যেন লেখকগণ আরও বেশি উৎসাহ পান।

সংকলনে প্রকাশিত লেখার বানানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভুলের কারণে বিরক্তির উদ্রেক হয়। নিজেদের ম্যাগাজিনে নিজেদেরই লেখা বেশি থাকতে হবে। এর সাথে বিশিষ্ট লেখকদের কিছু লেখা থাকলে সংকলনের মান বৃদ্ধি পায়। লক্ষ্য রাখতে হবে বিজ্ঞাপনের আধিক্য যেন না হয়। অর্থ উপার্জনই প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য যেন না হয়। বিজ্ঞাপনে রঙের যথেচ্ছ ব্যবহার যেন না হয়। চটকদার রং ব্যবহারে সংকলনের মানক্ষুন্ন হয়। সংকলন প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই যেন হয় মানসম্মত লেখক সৃষ্টি। মনে রাখতে হবে আপনিও লেখক তৈরিতে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু কম গৌরবের কথা নয়। অঙ্গসজ্জা ও অলংকরণ একটা সংকলনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। প্রচ্ছদ যেন হয় অর্থপূর্ণ ও বিষয় কেন্দ্রীক এবং প্রচ্ছদে রং-এর ব্যবহারে আবশ্যই পরিমিতিবোধ থাকতে হবে। কাগজ নির্ধারণ, ছাপা, সম্পাদনা, লেখা বাছাই, ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর নজর দেওয়া হলে অবশ্যই সৃজনশীল সংকলন প্রকাশ করা মোটেও কঠিন হবে না। একটি দৃষ্টিনন্দন সংকলন সবার কাছেই সমাদৃত হবে। আগামীতে আরও বেশি সংকলন পাবার আশা অবশ্যই করতে পারি।

কোন মানুষের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার আলোকে কোনো কিছু নতুন করে তৈরী করাকে এবং কোনো বিষয়কে নতুনভাবে উপস্থাপন করার চিন্তাকে সৃজনশীলতা বলে। সৃজনশীলতার আরেক নাম সৃষ্টিশীলতা। আর ২০১৮ সালে বড়দিনকে কেন্দ্র করে যেসকল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে তা সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ তা অকপটে স্বীকার্য। গল্প, কবিতা প্রবন্ধ, অঙ্গসজ্জা করা এগুলো এক ধরনের সৃজনশীলতা। এর মধ্যদিয়ে শিশুযিশুর জন্মবারতা মানুষের কাছে নতুনভাবে ও নতুন আঙ্গীকে ফুটে উঠেছে। আর এই সৃজনশীলতার চর্চা অব্যাহত থাকুক চিরকাল আর আমাদের সুশীল সমাজে তৈরি হোক নতুন কিছু উপহার।

প্রতিবেশীতে যারা তাদের ম্যাগাজিন পাঠিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই, সেই সাথে উৎসাহিত করি অব্যাহত রাখার জন্যে। আশা রাখি পরবর্তী বছরে আরো নতুন-নতুন ম্যাগাজিন নিয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করবো। সেই প্রত্যাশা রাখি॥ ❑

যুবশ্রেণি, পরিবার ও মণ্ডলীর প্রাণ : দায়িত্ববোধ ও প্রত্যাশা

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

১. যুব দিবসের প্রেক্ষাপট

সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল (১৯৭৮-২০০৫) যুবপ্রেমী পোপ হিসেবে পরিচিত। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপনের প্রথা শুরু করেন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। খ্রিস্টমণ্ডলী তথা প্রতিটি দেশের জন্য যুবসমাজ দেশ ও মণ্ডলীর জন্য বিশেষ অবদান রাখে। যুবশ্রেণির মন ও শক্তি সৃষ্টিশীল ও সৃজনশীল। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস যুবশ্রেণির জীবন আহ্বান বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীতে যুবশ্রেণির ভূমিকা অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করে তোলার আশা ব্যক্ত করেন। এ বছর যুব দিবসের মূল বিষয় হল: "যুবশ্রেণি, বিশ্বাস ও জীবনাহ্বানের নির্ণয়" (Young people, the faith and vocational discernment) পোপ মহোদয়ের প্রত্যাশা হল: "ভয় পেয়ো না মারীয়া! তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ" *(লুক ১:৩০)* মা মারীয়ার প্রতি স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের এই আশ্বাসবাণী যেন যুবশ্রেণির প্রতি বাস্তবায়িত হয়।

২. যুবসমাজের ধারণা

মানব জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ১-৬ বছর হলো শিশুকাল; ৬-১৩ বছর হলো শৈশবকাল; ১৩-১৯ বছর হলো কৈশোর বা বয়সন্ধিকাল; ১৯-৩৩ বছর হলো যুবকাল; ৩৬-৬০ বছর হলো পরিপক্ককাল; ৬০ বছরের উর্ধ্বে হলো বার্ধক্য। তবে মানুষের জীবনে যৌবনকালই হলো সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই বয়সে মানুষ শিখে, জানে, গঠন লাভ করে এবং জীবনের চূড়ান্ত লাভ করে। যৌবনকাল বিষয়ে কবি, লেখক, ঋষি, সাধকসহ অনেকে নানা ধরণের কথা ও বাণী রেখে গেছেন যা বাণী চিরন্তন হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

২.১ পুরাতন নিয়মে যুবদের প্রতি ঐশ আহ্বান : পবিত্র বাইবেলেও যুব আহ্বানের বিষয়ে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন- বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম, মহানায়ক মোশী, রাজা শৌল, সামুয়েল, রাজা দায়ূদ, প্রবক্তা ইসাইয়া, যেরোমিয়া, এজেকিয়েলসহ আরও অনেকে।

২.২ পবিত্র নতুন নিয়মে যুবদের প্রতি ঐশ আহ্বান : মা মারীয়া, প্রেরিত শিষ্যগণ, সাধু পলসহ আরও অনেকেই যুব বয়সেই ঐশ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকেই যুব বয়সে তাদের সেবাকাজ শুরু করেছিলেন আত্মিক অনুপ্রেরণা ও সাহসিকতার গুণে। পবিত্র বাইবেল আরও অনেকগুলো দৃষ্টান্ত বা উপমা রয়েছে নিজেদের মত চলতে গিয়ে ঈশ্বরের পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। বাইবেলের কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা হলো যা যুব জীবনের আহ্বান ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক বা অনুপ্রেরণা হতে পারে।

দীক্ষাগুরু যোহন : দীক্ষাদাতা ও ন্যায্যতার প্রবক্তা *(মথি ৩:১-১৭; ১১:২-১৯)*

শ্বাশত জীবন লাভের বিশেষ পথ: ধনী যুবকের সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকায় যিশুর শিষ্য হতে পারেনি *(মথি ১৯:১৬-২২; লুক ১৮:১৮-২৩)*।

অপব্যয়ী পুত্রের উশৃঙ্খল জীবন, মন পরিবর্তন ও অনুতাপের গুণে পিতার দয়া লাভ *(লুক ১৫: ১১-৩২)*।

দয়ালু সমরীয়: ভ্রাতৃপ্রেমের মূর্তমান দৃষ্টান্ত *(লুক ১০:২৫-৩৭)*।

অতিথি সেবা ও ঐশ ভালবাসা: মার্থা অতিথি সেবায় ব্যস্ত মারীয়া ঐশবাণী শ্রবণে ব্যস্ত *(লুক ১:৩৮-৪২)*।

২.৩ খ্রিস্টমণ্ডলীতে আরও কয়েকটি যুব দৃষ্টান্ত

সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে অনেকেই ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে মণ্ডলীর জন্য পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পত্তি সব কিছু ত্যাগ করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো: মরুবাসীদের পিতা সাধু আন্তনী, হিপ্পোর সাধু আগস্টিন, বাইবেল অনুবাদক সাধু যেরোম, সন্ন্যাসীদের পিতা সাধু বেনেডিক্ট, পোপ সাধু প্রথম গ্রেগরী, আসিসির সাধু আগস্টিন, স্পেনের সাধু ডমিনিক, সাধু ইগ্নাসিউস লয়োলা, মহান পরিব্রাজক ফ্রান্সিস জেভিয়ার, সাধু ফিলিপ নেরী, সেবাকাজের দৃষ্টান্ত সাধু ভিনসেন্ট পল, যুবকদের প্রতিপালক সাধু আলেক্সিউস গঞ্জাগা ও মারীয়া গরেট্টি, যুবপ্রেমী সাধু ডন বস্কো, কষ্টভোগী সেবিকা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা, সর্বহারাদের মা মাদার তেরেজা, যুব দিবসের প্রতিষ্ঠাতা সাধু দ্বিতীয় জন পল প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

সাধু ডন বস্কো যুব গঠনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যুবদের সামনে অনেক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব বা দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা মণ্ডলীতে জীবন উৎসর্গ করার মধ্যদিয়ে সাধু-সাধ্বী সম্মানে ভূষিত হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: সাধু আলেক্সিউস গঞ্জাগা, সাধু মার্টিন দ্য পরেশ, সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি।

খ্রিস্টধর্মের প্রবক্তা যিশুখ্রিস্ট, ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা হযরত মোহাম্মদ, বুদ্ধ ধর্মের গৃহত্যাগী গৌতম বুদ্ধ, শ্রী চৈতন্য এবং স্বামী বিবেকানন্দসহ আরও অনেকেই যুব বয়সে সৃষ্টিকর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষকে ধর্মপথে পরিচালিত করেছেন।

৩. মণ্ডলী এক, বিশ্বাস এক

যিশু বলেন, "দু'তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি।" *(মথি ১৮:২০)* মণ্ডলী শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মিলন-সমাজ। "লাতিন (ecclesia) ও গ্রিক (ek-kalein) ব্যবহৃত শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অনেকের মধ্যে থেকে আহ্বান করা'; ডেকে এনে একত্রিত করা।' খ্রিস্টীয় অর্থে 'মণ্ডলী' শব্দটি তিনটি অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, যা পরমেশ্বরের দ্বারা সম্মিলিত এবং যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য: উপাসনার উদ্দেশে সমবেত সমাজ, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের স্থানীয় মিলন সমাজ ও বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মিলন সমাজ।

বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে খ্রিস্টমণ্ডলীর ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, যেমন: মণ্ডলী হচ্ছে খ্রিস্টের নিগুঢ়দেহ, মেষপালের খোঁয়াড়, চাষের জমি, ঈশ্বরের গৃহ যেখানে পরিবারের সকলে বাস করে, পবিত্র মন্দির, খ্রিস্টের বধূ, উর্ধ্বলোকের জেরুসালেম, আমাদের মাতা ইত্যাদি। এসব কিছুই মিলন অর্থটি প্রকাশ করে।" *(বক্তব্য: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও: মিলনসমাজ গঠন: বিশ্বমণ্ডলী এবং এশীয় মণ্ডলীর চিন্তাধারা ও দিকদর্শন, সিবিসিবি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় কর্মশালা-২০১৮ আগস্ট, ২৮-৩০, ২০১৮)॥*

প্রকাশিত : ত্রৈমাসিক যুব দৃষ্টি, ৩৩তম বর্ষ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা : ০৪ ॥ *(চলবে)*

ক্ষমতায়ন

বিপুল এলিট গনসালভেস

কারো জন্যে কোন কিছু থেমে থাকে না। আবার থেমে যাওয়া গল্প থেকেই অনেক কিছুর জন্ম নেয়। প্রত্যেকেই স্বকীয় ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। কোন কিছু থেমে না থাকলেও কারো স্থান কেউ নিতে পারে না। যেমনি মাদার তেরেজার স্থান কেউ নিতে পারবে না। কেউ হয়তো তার চেয়ে ভাল হবে বা কম ভাল হবে। তাই তুলনামূলক কাজের গতিবিধি নিজস্ব সৃজনশীলতাকে ব্যাহত করে। তাই আমার ভিতরের আমিকে আবিষ্কার করাই হচ্ছে মানব জীবনের অতি উত্তম সাধনা। তাই তুলনামূলক প্রতিযোগিতা না করাই উত্তম।

আমাদের সমাজে চলছে হয়তোবা চলবে চেয়ার দখলের প্রতিযোগিতা। সংঘ-সমিতির পদে না গেলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সত্যিকারের সেবার মনোভাব থাকলে পদের প্রয়োজন হয় না। নিজেকে জাহির করার জন্যে সংঘ-সমিতির পদে যাওয়ার ক্ষুধা পাপ কিছু নয়। তবে মনে রাখতে হবে নিজ স্বার্থের জন্যে যেন পদের অপব্যবহার না করা হয়। জোরপূর্বক বা জিদ ধরে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রবণতা সমাজের জন্যে মোটেই মঙ্গলজনক নয়। বৃহত্তর পরিসরে গণতন্ত্র চর্চা অবশ্যই উত্তম। তবে ক্ষুদ্র সমাজে যেন এর বিরূপ প্রভাব না পড়ে। মনে রাখতে হবে, সেবাহীন কর্মে সমাজে বিভাজন তৈরি হবে, রূপান্তর আসবে না।

রূপান্তরের জন্যে প্রয়োজন আত্ম-উপলব্ধি। নিজে পরিবর্তিত না হলে কখনো সমাজ পরিবর্তন করতে পারবো না। সমাজ নয়, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব পাল্টাতে হবে। আমি নিজে বদলালে চারপাশের পরিবেশও পাল্টাতে শুরু করবে। তাই ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে নিজেকেই পাল্টাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো মানুষকে সম্মান করতে হবে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উঁচু-নিচু, ধনী-গরীব, নতুন-পুরাতন শ্রেণি বিভাজন করে। সমাজে বৈষম্য তৈরি করা উচিৎ নয়। কারণ কাউকে ছোট করে বড় হওয়া যায় না।

বড় হতে হলে ছোট হতে হবে আগে। বড় হওয়ার লোভে অনেক শিক্ষিত লোক চেয়ার দখলের লোভে নিজেদের সম্মানের মূল্যটুকু ভুলে যায়। যে শিক্ষা অন্যদের সম্মান করে না, সে শিক্ষা মূল্যহীন। বড় হতে গেলে ত্যাগ করতে হয় এবং অনেক কিছু ছাড়তে হয়। ত্যাগের আনন্দ হৃদয়ে প্রশান্তি নিয়ে আসে। বড় হওয়ার জন্যে বড় হৃদয়ের প্রয়োজন। নম্রভাবে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে তাকে এগোতে হবে। কেউ একদিনেই বড় হয়ে উঠতে পারে না। বড় হয়ে ওঠার জন্যে পদের প্রয়োজন হয় না। কারণ অর্থ-বিত্ত ক্ষণস্থায়ী। ভালো কাজে, সম্পর্কে বড় হওয়ার জন্যে সাধনা প্রয়োজন। প্রতিহিংসা ছাড়তে না পারলে সত্যিকারের বড় হওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে অন্যদের ছোট করা উচিত নয়। কারণ নেতিবাচক আবেগ মনের শান্তি নষ্ট করে। পদের জন্যে এবং চেয়ারের জন্যে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক নষ্ট করাও উচিত নয়। একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে অনেক দিনের সখ্যতায়। সম্পর্ক গড়া অনেক দিনের ব্যাপার কিন্তু তা ভাঙ্গা মুহূর্তেই করা যায়। আজ সে ভালো, কাল সে খারাপ এ ধরণের মনোভাবের মানুষ বিপদজনক ও স্বার্থপর। পদমর্যাদা ও স্বার্থের কারণে সম্পর্ক নষ্ট করা মানুষ সুখী মানুষ হতে পারে না। দশদিন যারা উপকার করেছে, একদিন করতে না পারলে ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। যে বা যারা পরিবারের সম্পর্ক ঠিক না করে সমাজে কাজ করে তারা আসলে সমাজের ঐক্যের জন্যে কাজ করতে পারে না।

ঐক্যের জন্যে প্রয়োজন হয় আমিত্ব থেকে বের হয়ে আসা। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, ছেলে-মেয়েদের সাথে সম্পর্ক এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সম্পর্কে যারা দুর্বল, তাদের সাংগঠনিক পদে যাওয়া উচিত নয় কারণ এরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং ঐক্য তৈরিতে ব্যর্থ হবে। নিজের অশান্তি ভুলে থাকার জন্যে পদে গিয়ে কাজ করেও শান্তি পাবে না। মনের শান্তি ঐক্য এবং সম্পর্কের ভালোবাসায় হয়। ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় সত্যিকার উন্নয়ন হয় না।

সমাজ উন্নয়নের আগে প্রয়োজন ব্যক্তি উন্নয়ন। কারণ আমরা সবাই মানুষ। মানুষ বলেই না বুঝে অনেক ভুল করি। ভুল করে আমরা ছোট হই না বরং ভুল স্বীকার না করে আমরা ছোট হই। ভালো ব্যক্তিত্বের মানুষ কখনো মুখ লুকিয়ে কথা বলেন না। আমার সামনে যারা সাহস নিয়ে আমার ভালো-মন্দ দিকসমূহ বলতে পারবে সেই আমার বন্ধু। আড়ালে থেকে যারা বদনাম করে তারই সমাজে বিভাজন তৈরি করে। আর বড়রা যদি ভালো উদাহরণ তৈরি না করে ছোটদের নামে বদনাম রটায় তাহলে সমাজে দুরত্ব বাড়ে। এজন্যেই সংলাপ প্রয়োজন।

সংলাপ অনেক কিছুর সমাধান করতে পারে। সংলাপ শুধু বড় দলে নয় ক্ষুদ্র দলেও করতে হবে। কেননা তাতে আগে নিজেদের ভুল বুঝাবুঝির অবসান এবং সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। আমাকে ডাকেনি, নিমন্ত্রণ করেনি এজন্যে প্রতিহিংসায় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে বিরোধিতা করা উচিত নয়। আসলে এভাবে জোর করে সম্মান আদায় করা যায় না। নিজ পরিবারে সম্পর্ক ঠিক না করে কেউ আমরা সমাজে মিলন ঘটাতে পারবো না। দোষ দেওয়া সহজ কিন্তু স্বীকার করা কঠিন। নিজে এবং নিজ পরিবার ঠিক হলেই সমাজ সুন্দর হবে। আমাদের সমাজে ক্ষমতার ক্ষমতায়ন অনেক প্রয়োজন।

যারা পদ বা ক্ষমতার জন্যে কাতর তাদের একাধিক জায়গায় পদ দিয়েই শেখাতে হবে যে, তা কেবল পদ আর ক্ষমতা নয়। তা হল দায়িত্ব, নিরলস স্বেচ্ছাশ্রম এবং সমাজ উন্নয়নের সেবা। আবার হয়তো অনেকের ভেতর সেবার মনোবৃত্তি থাকে কিন্তু পদে না থাকার কারণে দূরে থাকেন। নিজের ভেতরে ইচ্ছা না থাকলে জোর করে পদ দেওয়া যায় না। তবে পদে যাওয়ার ইচ্ছা প্রতিটি সংগঠনের জন্যে ইতিবাচক লক্ষণ। তাই পদ দিয়েই শিখাতে হবে সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি কী রকমের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা যথেষ্ট সময় দিতে হবে। সবাইকে দায়িত্ব দিয়ে তাদের ভিতরে দায়িত্ববোধের উপলব্ধি জাগাতে হবে। কাঁধে জোয়াল পড়লে সবাই টানতে বাধ্য হয়। আমি বিশ্বাস করি, দায়িত্ব দিয়ে স্বাধীনতা দিতে হবে। তবেই শেখার ও নিজেদের ভেতর দায়িত্ববোধের স্পৃহা জাগ্রত হবে। আর কখন ভালো করার প্রত্যয় নতুন চেতনায় নতুন কিছু সৃষ্টি করবে। আর কাজের দায়বোধে এবং ভালো করার প্রতিযোগিতায় নতুন গতি আসবে। কাজ করতে গিয়ে ক্ষমতা বা পদের লোভ কখন সেবায় পরিণত হবে। আর এ চিন্তার দূরদৃষ্টিই সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করবে। গভীর এ দৃষ্টিভঙ্গি আরো শাণিত হোক॥

প্রকাশিত: ইদানিং, ৪র্থ প্রকাশনা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-২০

শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়কে যেমন দেখেছি যেমন জেনেছি

ড. আলো ডি'রোজারিও

১। ড. ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিকস্, সিএসসি-কে নানাভাবে জানি ও বিভিন্ন সম্পর্কে মানি। আমরা উভয়ে একই সময়ে নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। একই সময়ে পরে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছি। আমি উভয় জায়গায় তার একটু আগে আগে পড়েছি। বয়সে কিছুটা আমি বড় তো, তাই। তেমন মনে পড়ে না আমি কখনো নাগরীতে কোন কারণে তার সাথে কথা বলেছি কী বলি নাই। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে তার সাথে দেখা হতো। কথাও হতো। তিনি কয়েকবার আমাদের হলে আমার রুমে এসেছিলেন। আমরা বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান ছেলে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে থাকতাম। ব্রাদার বিজয় সময়মতো ক্লাশে আসতেন। ক্লাশ শেষে দেরী না করে ব্রাদারদের বাড়িতে চলে যেতেন। কোন কাজে দেখা করতে আসলেও কাজ সেরেই চট জল্‌দি চলে যেতেন। তিনি একটুও সময় নষ্ট করতেন না। একটু দেরী করতে বললে তিনি বলতেন ফিরে গিয়ে তার অনেক কাজ করার আছে। যদি বলতাম, চলেন মামা ক্যান্টিনে দিয়ে গরম-গরম সিঙ্গারা খাই। তিনি বলতেন- ভাগিনা, রুমে কিছু থাকলে দাও, খাই। ক্যান্টিনে গেলে দেরী হয়ে যাবে। জানা কথা দেরী তো হবেই, আমরা তখন যেই আড্ডাবাজ ছিলাম। ব্রাদার বিজয় একদম সময় নষ্ট করতেন না। তিনি আমাদের মতো আড্ডাবাজ ছিলেন না।

২। লেখা দরকার, আমরা অর্থাৎ ব্রাদার বিজয় ও আমি কীভাবে মামা-ভাগ্নে হলাম। দড়িপাড়ার ব্রাদার বেনেডিক্ট রোজারিও সিএসসি আমার মামা হবার সুবাদে সত্তরের দশকে যারা ব্রাদার হতে গিয়েছেন বা ব্রাদার হয়েছেন তারা সকলেই হয়ে যান আমার মামা। আর আমি তাদের আদরের ভাগিনা। শুধু কি তাই? বিদেশী ব্রাদাররাও তখন আমাকে ভাগিনা ডাকতেন। আমি কিন্তু ভুলেও বিদেশী ব্রাদারদের কখনো মামা ডাকিনি। মামা ও ভাগিনা ডাকার বিষয়টি স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব পায় আরো একটি কারণে। আর তা হল- আমার মামাবাড়িতে থাকা। আমি হাই স্কুলের পুরো সময়টা মামা বাড়িতে ছিলাম। তখন আমার প্রায় সব ব্রাদার মামাদের দড়িপাড়াস্থ মামাবাড়িতে যাওয়া একটি অতি সাধারণ বিষয় ছিল।

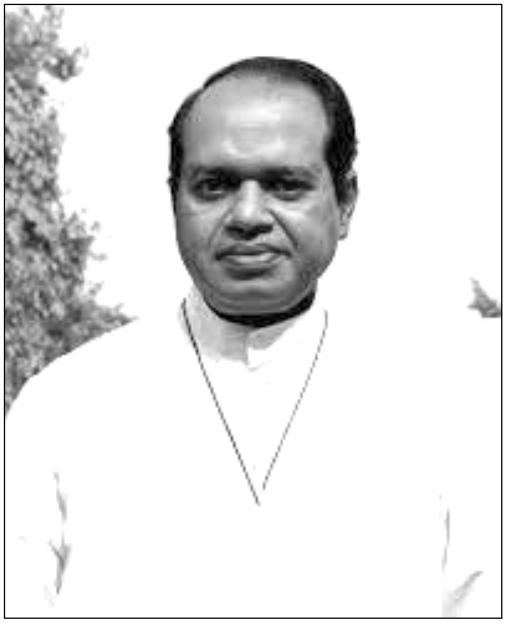

ব্রাদার বিজয় ও আমার এই মামা-ভাগ্নে সম্পর্কে ফাটল ধরা শুরু হয় ১৯৮৭ সনে আমার বিয়ে করার পর থেকে। কারণ আমার স্ত্রী শিউলী ব্রাদার বিজয়ের আপন মেসতুতো বোন। শিউলী বয়সে ব্রাদার বিজয়ের ছোট। তাই, আপনারা সহজেই বের করে নিতে পারেন তখন আমাদের দ্বিতীয় সম্পর্ক কী দাঁড়ায়েছিল। এরপর আমরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে থাকি- তাহলে এখন থেকে কে কাকে কী ডাকবো? যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে পিএইচডি ডিগ্রী নিয়ে ব্রাদার বিজয়ের না ফেরা পর্যন্ত আমাদের এই সম্বোধন সমস্যা চলমান ছিল।

৩। বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমাদের মধ্যেকার সম্বোধন সমস্যা চলমান থাকলেও আমাদের কাজের সম্পর্ক কিন্তু জোরদার হতে থাকে। আমি তার আহ্বানে ও অনুপ্রেরণায় ওয়াইসিডাব্লিউ (Young Christian Workers) ও বিসিআর (Bangladesh Conference of Religious)-এর বিভিন্ন কাজে মাঝে-মধ্যে সময় দিতে থাকি। বিশেষ করে সভা-সেমিনারে বক্তা হিসেবে এবং প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করে। ব্রাদার বিজয় তখন এক মাথায় দশ কাজ চালিয়ে নিয়েও আমার কারিতাসের কাজে সময় দিতেন। কী করে যে সব কিছু তিনি সামাল দিতেন তা আমি ঠিক তখন বুঝে উঠতে পারতাম না। এখন পারি। ঈশ্বরই নিজে তাকে সহায়তা করতেন। ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া শুধু মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও পরিচালনা দ্বারা কেউ কখনো এতটা করতে পারেন না। তিনি যাযা করতে পেরেছেন তা করতে আরো একজন ব্রাদার বিজয়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে! তার গভীর প্রজ্ঞা ও প্রখর বুদ্ধির ব্যবহার বিভিন্ন সংকটকালে দেখে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি। সাথে হয়েছি অশেষ উপকৃত।

৪। তখনো আমি কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক না। থাকতাম পূর্ব রাজাবাজারে। ব্রাদার বিজয় তার সহকর্মী বকুল ফ্রান্সিস কস্তাকে নিয়ে চলে এলেন আমাদের বাসাতে। আগে থেকে ব্রাদার বিজয় জানিয়ে ছিলেন তিনি ও বকুল আসবেন। বকুলকে সাথে নিয়ে আসবেন শুনে অনুমান করে ছিলাম বারাকা (মাদকাসক্তদের সহায়তাদান ও পুনর্বাসন প্রকল্প) নিয়ে আলাপ করতে পারেন। আমার অনুমান সঠিক ছিল। তখন ব্রাদার বিজয় ও বকুল যথাক্রমে বারাকা প্রকল্পের পরিচালক ও প্রশাসক ছিলেন। বারাকা প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, কারিতাসের সাথে আগেকার ও তখনকার সম্পর্ক, প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখতে আশুকরণীয় বিষয়ে সেদিন বিস্তারিত তাদের দুইজনের নিকট থেকে জানতে পেরেছিলাম। তখন অর্থ সংকটে এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে, বারাকার সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রায় বন্ধ হবার পথে। ব্রাদার রোনাল্ড সিএসসি তার নতুন প্রকল্প 'আপন' দাঁড় করাতে ব্যস্ত। কারিতাস চাপ দিচ্ছে

বারাকা যেন স্বাবলম্বী হয়। স্বাবলম্বী হবার লক্ষ্যে সাভারের প্রায় একশ' বিঘা জমি বারাকা-কে ব্যবহার করার অনুমতি কারিতাস দিয়েছে। একটি পুকুর কেটে দিয়েছে মাছ চাষ করার জন্যে। জমিতে ধান ও সবজি ফলিয়ে, পুকুরে মাছ চাষ করে, ও হাঁস-মুরগী পালন করে বারাকার মতো একটি প্রকল্পের পরিচালনা ব্যয়ভার চালনা কী সোজা কথা? ব্রাদার বিজয়, বকুল ও আমি সেদিন পণ করে নেমে পড়লাম যা-যা এবং যতদূর সম্ভব করতে যেন বারাকার মাধ্যমে অর্থপূর্ণ যুব সেবার কাজ অব্যাহত থাকে। বকুল তথ্য জোগায়, ব্রাদার বিজয় প্রকল্পের প্রথম খসড়া দাঁড় করায়, আমি তা চেক করি, পরে সাথে করে নিয়ে যাই বিদেশে দাতাদের দিতে ও কথা বলতে। প্রথমবারে পাওয়া যায় পাঁচহাজার ইউরো, পরে কিছুদিনের মধ্যেই এর পাঁচগুনের কিছু বেশি, এর পরেতো লাখ লাখ ইউরো আসতে থাকে। বারাকা'র সেবারমান ও পরিধি বাড়তে থাকে। বারাকা প্রকল্পের কাজের দর্শন ও পদ্ধতি মডেল হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেতে থাকে। জার্মানীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এক বিশ্ব সম্মেলনে মাদকাসক্তদের সহায়তা দানের বিভিন্ন মডেল নিয়ে আলোচনায় দেখা যায়- বাংলাদেশের বারাকা যে দর্শন ও পদ্ধতি অনুসরণ করে তা অত্যন্ত কার্যকর ও সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল। সেই সম্মেলনে বারাকা থেকে বকুল ও আমি উপস্থিত ছিলাম। বারাকা প্রকল্পের অগ্রগতির সেই বছরগুলোতে সফল নেতৃত্বে ছিলেন ব্রাদার বিজয়। তখন ব্রাদার বিজয়ের সাথে কাজ করতে করতে শিখেছি-কীভাবে কোনো উদ্দেশ্য সাধনে নিরন্তর লেগে থেকে নিরলসভাবে পরিশ্রম করতে হয়।

৫। ব্রাদার বিজয় যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাবার আগে, পড়াকালে এবং পড়া শেষ করে ফেরার পরেও তার সাথে আমার যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন থাকে। বিশেষ করে তার পিএইচডি স্টাডির বিষয় নির্ধারণ নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা হয়। স্টাডির বিষয় নির্ধারণ হবার পর আমরা আলাপ করেছিলাম এর পদ্ধতিসহ সম্ভাব্য সাক্ষাৎ দানকারীদের তালিকা নিয়ে। যে বড় আশা, স্বপ্ন ও পরিকল্পনা নিয়ে তিনি পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরেন তা একে-একে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে চুরমার হওয়া দেখলাম খুবই কাছে থেকে। এই বিষয়ে পরে বিস্তারিত অন্যত্র লেখার আশা রাখি। তো যা লিখছিলাম- আমাদের চলমান নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক আরো গভীরে অন্য এক মাত্রায় পৌঁছে যখন ব্রাদার বিজয় নির্বাচিত হন কারিতাসের নীতি নির্ধারকদের একজন হিসেবে। কারিতাসে তার স্থান তখন হয় আমার অনেক উপরে। কারিতাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণসহ বার্ষিক বাজেট অনুমোদন, অডিট প্রতিবেদন গ্রহণ ও শীর্ষ পদসমূহে নিয়োগ দানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় যে সাধারণ পরিষদ, ব্রাদার বিজয় সেই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আরো কিছু পরে তিনি নির্বাচিত হন কারিতাসের সাধারণ পরিষদের প্রথম সেক্রেটারী হিসেবে, কারিতাসের গঠনতন্ত্রে ও ইতিহাসে এই নতুন পদটি সৃষ্টি হবার দিন থেকেই। কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে এর সাধারণ পরিষদের মাননীয় সেক্রেটারীর সাথে শুরু হয় আমার নতুন আঙ্গিকে ও গভীরভাবে একত্রে পথ চলা। যেই পথ চলায় মূল লক্ষ্য ছিল- সুশাসন নিশ্চিন্ত করে কারিতাসের সেবা কাজের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এই সময়টাতে আমাদের সম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্যায় অতিক্রম করে পৌঁছে যায় প্রফেশনাল পর্যায়ে। আমাদের দুজনের মধ্যে সেই সময়কার প্রফেশনাল পর্যায়ের একটি কথোপকথনঃ-

ড. আলো, কারিতাসের নির্বাহী পরিচালকের প্রারম্ভিক বেতন কত? মনে কর আমি কারিতাসের নতুন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে আজ যোগ দিয়েছি, মাস শেষে আমি কত বেতন পাব?

-কিছু কম-বেশি ৮০ হাজার টাকা, আমি উত্তর দিলাম।

- একজন ড্রাইভারের মাসিক বেতন কত?

- বারো হাজার টাকা - অর্থাৎ ড্রাইভারের বেতনের চেয়ে নির্বাহী পরিচালকের বেতন সাড়ে ছয়গুণ বেশি। এত পার্থক্য কী ঠিক?

- না, ঠিক না। আগে পার্থক্য আরো বেশি ছিল। গতবারের রিভিশনের সময় পার্থক্য কিছুটা কমানো হয়েছে। আগামী রিভিশনে আরো কমবে।

আমার উত্তর শুনে ড. ব্রাদার বিজয় খুশী হয়ে বললেন : আমাকে ভবিষ্যৎ বেতন রিভিয়্যু কমিটিতে পারলে অর্ন্তভূক্ত করো। বেতন নিয়ে আরো অনেক কথা আছে। পরবর্তীতে তাকে উক্ত কমিটিতে রাখা হয়েছিল। তাতে বেতন কাঠামোতে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আরো কয়েকজনের সাথে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন।

৬। ব্রাদার বিজয় কীভাবে অনন্য, অন্যের চেয়ে আলাদা, সেসবের অনেক ঘটনাই তো জানি। কমপক্ষে একটানা হয় লিখি। তিনি সরাসরি সব কথা বলতেন। বারবার প্রশ্ন করতেন। এই প্রশ্ন করার সংস্কৃতি আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য না। বিশেষ করে উচ্চপদে আসীনদের প্রশ্নকরা তো একদম না। ধরে নিতে হয় উচ্চপদে থেকে যারা বলছেন, তারা ঠিকই বলছেন। ব্রাদার বিজয় ছিলেন এই ধামাধরা সংস্কৃতির বিপরীতে। যখন যেখানে যা বলার তা স্পষ্টভাবেই বলতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সঠিক, নৈতিক ও ন্যায্য সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অনড় ভূমিকায় থাকতেন। তার এই আপোষহীন ভূমিকা সর্বজনবিদিত ও বহুল প্রশংসিত। তবে আমার জানা আছে, কেউ কেউ ব্রাদার বিজয়কে এই স্পষ্টবাদিতার জন্য অপছন্দ করতেন। আমি একবার কথায় কথায় ব্রাদার বিজয়কে বললাম: শোন, এত প্রশ্ন করলে তোমাকে তো কমিটি থেকে বাদ দিয়ে দিবে। তিনি একটু হেসে বললেন: তুমি কী কম প্রশ্ন করো? তোমাকে বাদ দিবে আমার আগে। কী অবাক কান্ড! আমরা উভয়ে একে একে বাদ পরলাম কয়েক মাসের মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানের কমিটি থেকে। কারিতাসের একাধিক পরিষদ ও কমিটি ছাড়াও গত ৩৫ বছরে ব্রাদার বিজয়ের সাথে বিশেরও অধিক কমিটিতে কাজ করার সুযোগ লাভে আমি শিখেছি অনেক কিছু, যা লেখা যাবে পাতার পর পাতা।

৭। আমাদের পৃথিবীটা যেন ঈশ্বরের এক বাগান। আমরা সব মানুষ যেন সেই বাগানের এক একটি ফুল। ঈশ্বর তাঁর বিশেষ প্রয়োজনে যখন কোন মালা গাঁথেন, বেছে বেছে ভাল ফুলগুলো তুলে নেন। ঈশ্বরের পৃথিবীরূপ বাগানে ড. ব্রাদার বিজয় ছিলেন অতি সুন্দর এক ফুল। ঈশ্বর তাই তাঁর মালার প্রয়োজনে তাকে তুলে নিলেন। ড. ব্রাদার বিজয়ের অসমাপ্ত সব স্বপ্নপূরণে ও অসম্পূর্ণ কর্ম সম্পাদনে যা করণীয় তা করতে ঈশ্বরই কাউকে না কাউকে অনুপ্রাণিত করে সহায়তা দিবেন। আসুন, আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত ও তাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হই। সেসাথে ড. ব্রাদার বিজয়ের আদর্শ অনুসরণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। এটাও মনে রাখি- মৃত্যু মানুষকে নিশেষ করে না, অশেষ করে। আকাশের একটা বড় তারা হয়ে যাওয়া ব্রাদার বিজয় আমাদের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন॥ ❑

জীবন সংগ্রাম

সনি রোজারিও

৭টা বেজে গেছে। ৮টায় ডিউটিতে উপস্থিত থাকতেই হবে। গতবার বছর যাবৎ একটি বেসরকারী হাসপাতালে নার্স হিসেবে চাকরী করছে রিয়া। বেতন যা পায় তা দিয়ে মা বাবা আর ছোট দুই বোনকে নিয়ে ভালই সংসার চলছে। খুব দ্রুত প্রস্তুত হয়ে কয়েকটি বিস্কুট ও পানি খেয়ে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে, বাসাতে তালা লাগিয়ে দ্রুতবেগে হাঁটতে শুরু করলো। পাবলিক বাস ধরতে কতই না ঝামেলা পোহাতে হয় রিয়ার। কষ্ট হলেও কি আর করা, কিছু টাকা তো সঞ্চয় হয়। বাস পেলেও সিট পাওয়া গেল না। তাই বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে গাদাগাদি করে যেতে হলো। খাতায় স্বাক্ষর করে, ডিউটির পোশাক পরে কাজে নেমে পড়লো। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আট ঘন্টা কাজ করতে হয়। প্রথম-প্রথম খুবই লাগতো কিছু মানুষের উদ্ভট ব্যবহারে। এখন অবশ্য ঝামেলা মোকাবেলা করার দক্ষতাও অর্জন করেছে। এমনকি অনেকের সথে ভাল সখ্যতাও গড়ে ওঠেছে। ডিউটির সময় শেষ, পাশ থেকে একজন সহকর্মীর কথায় হাতের ঘড়িটা দেখে বললো, তাই তো। কখন যে দুপুর ২টা বেজে গেছে, কাজের চাপে সময় দেখার কথাও মনে থাকে না। ডিউটির পোশাক পরিবর্তন করে আবার বেরিয়ে পড়লো নিউ মার্কেটের দিকে, উদ্দেশ্য কোন কাপড়ের দোকন থেকে কম খরচের মধ্যে দুটি লেহেঙ্গা কিনে ছোট দুই বোনকে দিবে। গত ইদের সময় বোনাস পেয়ে ছিল রিয়া কিন্তু বাবার ক্রেডিটের লোন পরিশোধ করতে গিয়ে তা আর হয়ে উঠেনি। রুম্পা আর টুম্পার মুখদুটো হঠাৎ মনের মধ্যে ভেসে উঠতেই বুকের মধ্যে কেমন জানি ব্যাথা অনুভূত হলো রিয়ার। গত সপ্তাহে ওরা ফেইসবুকে লিখেছিল 'লাভ ইউ দিদি'। ওদের ভালোবাসার প্রতিদান রিয়া নিস্বার্থভাবেই দিয়ে যাচ্ছে সবকিছু ত্যাগ করে। নিউ মার্কেটের কয়েকটি কাপড়ের দোকান ঘুরে পিংক ও ব্রাউন কালারের দুটি লেহেঙ্গা কিনলো সারে চার হাজার টাকায়। নিজের জন্য কিছু কিনতে গিয়েও কিছুই কেনা হলো না। না, বাজে খরচ করে কোন লাভ সেই বরং বড়িতে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে সবাই দু-বেলা ভাল-মন্দ কিছু খেতে পাড়বে। ব্যাগ হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরুতেই পেটের মধ্যে ক্ষুধা যেন চেপে ধরলো। সকালে কিছু বিস্কুট আর পানি খেয়ে ডিউটিতে বেরিয়ে ছিল। বেলাও অনেক গড়িয়েছে, তাই ক্ষুধাও ভালোই লেগেছে। কিছু খাবরের আশায় রাস্তার পাশে ছোট হোটেলের কাছে যেতেই মনে হল ভাল কিছু খাওয়া তার জন্য বিলাসিতা ছাড়া আর কি হতে পারে। দশ টাকা দিয়ে দুটি সিঙ্গারা কিনে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিল। ব্যাগের ভিতর থেকে পানির বোতল বের করে পেট ভরে পানি খাওয়ার পর মনে হলো কি শান্তি। হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠতেই দেখে টুম্পার ফোন। কল রিসিভ করতেই অপর প্রান্ত থেকে বলে উঠল, দিদি আমি এ গ্রেড পেয়েছি। আমি কিন্তু সাংবাদিকতা নিয়ে পড়বো। খবরটা শুনে মনটা ফুর-ফুরে হয়ে উঠলো রিয়ার। বুকের মধ্যে যত দুঃখ ছিল মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন সব উড়ে গেল। রুম্পা ইংরেজীতে অনার্স শেষবর্ষে পড়ছে আর টুম্পা এইচএসসি পাশ করেছে। ওদের নিয়ে কত স্বপ্ন, ওরা একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের পয়ে দাঁড়াবে, মা বাবাকে দেখবে। গর্বে বুকটা ভরে যায়। ওরাই তো আমার সব। জীবন দিয়ে হলেও ভালাবাসার মানুষগুলোকে ভাল রাখতেই হবে। কথা শেষ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল গাড়িতে উঠার জন্য।

হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন পেছন থেকে নাম ধরে ডাকছে। ঘুরে দেখে তার এক সহপাঠি। কাছে এসেই রিয়াকে জড়িয়ে ধরলো। কেমন আছিস, কোথায় চাকুরী করছিস, বাসা কোথায়, বিয়ে করেছিস? এতগুলো প্রশ্নের উত্তর তো আর এক সাথে দেয়া যায় না। ভাল আছি রে, আর একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চাকুরী করছি। বলতে বলতে রিয়া দেখতে পেল, বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে তার সহপাঠিকে বলছে, মা তাড়াতাড়ি কর, বাবা গাড়িতে বসে থেকে রাগ করছে। কথা বলার স্টাইল, পোশাক ও হাটা চলা দেখে মেয়েটিকে খুবই স্মার্ট লাগলো। যাইরে রিয়া, ভাল থাকিস বলেই দ্রুতবেগে গড়িতে উঠে পড়লো। আর গাড়িটি যেন মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। অপলক দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে রিয়া। বিয়ে করলে হয়তো এমনি একটি মেয়ে থাকতো, মা বলে ডাকতো, স্বামীকে নিয়ে শপিং করতে আসতো, ঘুরে বেড়ানো হতো- কত কিছুই না হতো। কিন্তু কিছুই হয়নি তার জীবনে। বয়স এমন কি আর হলো পয়ত্রিশ চলছে। তাই অনেকে বলে, বয়স্ক মেয়েকে কে বিয়ে করবে? মা-বাবা আর ছোট দুই বোনদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের ভবিষ্যৎ, সুখ, আনন্দ সবই বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। ত্যাগেই যে প্রকৃত সুখ তা তো সবাই বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে তারাই যারা ত্যাগ করেছে বা করে চলেছে। বাসাই ফিরে স্নান সেরে চুল মুছতে-মুছতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। পরন্ত বিকেলের বাতাসে চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। এক অদ্ভূত ভালো যেন সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিলো। মনে-মনে ভাবে যদি ঐ দূর আকাশে চিলগুলোর সাথে ভেসে বেড়ানো যেত। যদি ডানা মেলে ঘুরে বেড়ানো যেত ইচ্ছেমত যেখানে থাকবে না কোন ঘোর তমসার ভয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মনটা খুবই ফ্রেস, সতেজ হয়ে উঠলো রিয়ার।

রান্না ঘরে এসে দু-মুঠো চাল গ্যাসের উপর চাপিয়ে দিল। সাথে একটি ডিম আর দুটি আলু। গরম ভাতের সাথে ভালোই লাগবে। ঝুড়ি থেকে পিঁয়াজ, মরিচ কেটে নিলো। ফ্রিজে রাখা গতকালের ডাল গরম করলো। সাথে বাড়ির তৈরি আমের আচার। এইসব দিয়ে খাবারের আয়োজন করলো। বাড়িতে সবাই খেয়েছে কি না তা জানতে মোবাইল থেকে কল দিল। মাকে জিজ্ঞেস করতেই বললো- সবাই দুপুরে খেয়েছে, আজ শোল মাছ দিয়ে মাশকলায় ডাল রান্না করেছি। আয় খেয়ে যা। অনেক দিন হলো মায়ের হাতের রান্না খাওয়া হয়নি রিয়ার। বাড়িতে থাকলে খুবই মজা করে, পেট ভরে ও হাত চেটে-চেটে খাওয়া যেত। আনমনা ভাবনাগুলো মনের মধ্যে চলে আসে রিয়ার। কিছু বিষয় আছে যা রিয়াকে প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করা হয়। কি খেয়েছিস, কখন বাসায় ফিরেছিস, সাবধানে থাকিস, নিজের প্রতি খেয়াল রাখিস ইত্যাদি। তাই প্রশ্ন করার আগেই রিয়া সারাদিনের কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলে দেয়। মা-বাবার সাথে প্রতিদিনই কথা হয়। তাদের খোঁজ-খবর রাখা তারা মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করে সে। সবার খোঁজ-খবর নিয়ে মোবাইল চার্জে লাগিয়ে দেয়। আলুর ভর্তা, ডাল আর আচার দিয়ে ভাত খেয়ে নিয়ে, বারান্দা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করলো কিছুক্ষণ। সারাদিনের ক্লান্তি যেন পেয়ে বসেছে তাই বিশ্রাম নিতে বিছানায় পড়তেই সমস্ত শরীর অসার মনে হলো। জীবনটা যান্ত্রিকই মনে হয় রিয়ার। যন্ত্রের মতই দিনগুলো চলছে। অন্য পাঁচজনের মত তারও স্বামী, সংসার, সন্তান নিয়ে সুখে থাকার স্বপ্ন দেখা হয় ঠিকই কিন্তু তা আর বাস্তবে হয়ে ওঠে না। মা-বাবা আর ছোট দুই বোনের দায়িত্ব তাকে যে আবিষ্ট করে রেখেছে। হৃদয়ের মধ্যে আগের মত আবেগও জাগে না, কেমন জানি ফাঁকা মনে হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই দেখে দু-ফোঁটা জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে। কান্না ছাড়া চোখের জল মূল্যহীন মনে হয়। ভাবে এই জীবন সংগ্রাম কি শেষ হবে নাকি চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে॥ ❑

সাধু কার্লো আকুতিস

(১৯৯১ - ২০০৬)

ফাদার জন পাওলো

কার্লো আকুতিস ৩ মে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড এর রাজধানী লণ্ডন শহরে এক অভিজাত ইতালিয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তার বাবার নাম ছিল আন্দ্রেয়া আকুতিস এবং মায়ের নাম ছিল আন্তনিয়া ছালজানে। কাজের সুবাদে তারা লণ্ডন, জার্মানিতে কিছুদিন বসবাস করেন এবং পরবর্তীতে ইতালির মিলান শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। যদিও কার্লোর পিতা-মাতা খুব একটা ধার্মিক ছিলেন না তথাপি ছোটবেলা থেকেই কার্লো আকুতিস ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির ওপর অধিক আগ্রহী ছিল।

সাধু কার্লো আকুতিস

যখন কার্লোর বয়স ৪ বছর তখন তার নানু মারা যায় এবং তাকে বলা হয় সে যদি প্রার্থনা করতে থাকে, তাহলে নানু স্বপ্নে তাকে দেখা দিবে। আস্তে-আস্তে শিশু কার্লো ধর্মীয়বোধে ও আচার-আচরণে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে। ধর্ম বিষয়ে শিশু মনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তার পোলিশ বেবীসিটারই দিতো। শিশু কার্লোর খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি আকর্ষণ থাকায় সাত বছরের আগেই বিশপের অনুমতি নিয়ে তাকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করা হয় সাধু আম্ব্রোজের কনভেন্টে। মিলানে জেজুইট স্কুলে সে পড়াশুনা করে। এবং আস্তে-আস্তে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় নিজেকে গড়তে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান তার ভাল লাগতো। আকুতিস প্রতিদিন খ্রিস্টযাগের আগে-পরে পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে নীরব ধ্যানে মগ্ন থাকতো। সে প্রতিদিন খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতো এবং প্রতিসপ্তাহে পাপস্বীকার করতো। সে তার জীবনে বিশেষ আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছিল আসিসির সাধু ফ্রান্সিসকে, সাধ্বী বার্নাডেট এবং সাধু ডমিনিক সাভিওকে। আকুতিস কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী ছিল (Computer geek)। তার অনেক বেশি ঝোঁক ছিল কিভাবে কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে অন্যের মাঝে খ্রিস্টের বাণীপ্রচার করা যায়। একই সাথে সে তার স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি যারা গৃহহীন, হত-দরিদ্র এবং তালাকপ্রাপ্ত দম্পতি তাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করতো। আকুতিস একটি ওয়েবসাইট তৈরী করেছিল যার মধ্যদিয়ে প্রতিদিনকার জীবনে খ্রিস্টের বাণীপ্রচার ও প্রসার করতো এবং একই সাথে এর মধ্যদিয়ে কিভাবে এই জগতে সাক্ষ্য বহন করা যায় তা তুলে ধরতো। আকুতিস বিভিন্ন মুভি দেখতে পছন্দ করতো এবং সে অনেক হাস্যকর কৌতুক ও কার্টুন তৈরী করতো। সেগুলো তার ওয়েবসাইটে আপলোড করতো। কার্লো আকুতিস শুধু-শুধু ঘুরে বেড়ানোর জন্য বাবা-মার কাছে বায়না ধরতো না। তবে সে ধর্মীয় স্থানে তীর্থ করতে ভালবাসতো। বিশেষ করে যে সকল স্থানে খ্রিস্টপ্রসাদীয় আশ্চর্যকাজ ঘটেছে সে স্থানগুলোতে। আশ্চর্যকাজ ও স্থানের ঘটনাগুলোকে সে তার ওয়েবপেইজে তুলে ধরতো। যাতে করে আরো অনেকে খ্রিস্টপ্রসাদের শক্তি জানতে পারে। খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি তার অনুরাগের কথা কার্লো তুলে ধরেছে এভাবে, "আমরা যত বেশি খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি, তত বেশি খ্রিস্টের মত হয়ে ওঠি, যেন এই জগতে আমরা স্বর্গে যাওয়ার পূর্বস্বাদ লাভ করতে পারি।" আকুতিস যখন দুরারোগ্য লিকুউমিনিয়া (ব্লাড ক্যান্সার) আক্রান্ত ছিল সে তার সমস্ত যন্ত্রণা ও কষ্ট প্রভু এবং সর্বজনীন মণ্ডলীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছে। ১২ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, কার্লো মারা যায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে। পরে তাকে আসিসি শহরে সমাধিস্থ করা হয়। আকুতিসের মৃত্যুর সাত বছর পরে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডলী তাঁকে 'ঈশ্বরের সেবক' হিসাবে ঘোষণা করে এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই 'ধন্যশ্রেণিভূক্ত' করা হয়। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর কার্লো আকুতিসকে সাধু বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর মাত্র ১৪ বছর পরেই কার্লো সাধুশ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এখন থেকে কাথলিক মণ্ডলীতে ১২ অক্টোবর তাঁর স্মরণ দিবস পালন করা হবে। সাধু কার্লো যুবক ও কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের প্রতিপালক। তাঁর মধ্যস্থতায় সকল শিশু-কিশোরদের মঙ্গল কামনা করি এবং বিশেষভাবে, যে সকল শিশু-কিশোর-যুবকেরা মোবাইল আসক্ত যারা যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়॥ ❑

খুলনা ধর্মপ্রদেশে বিশ্বাস ও মিলনের তীর্থযাত্রায় বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্যদের পদযাত্রা

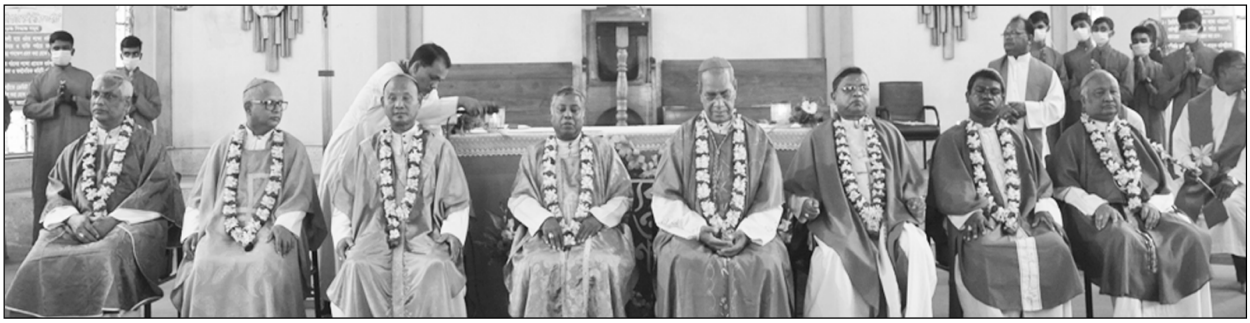

দাউদ জীবন দাশ ▮ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বর্তমান সিবিসিবি'র প্রেসিডেন্ট মনোনীত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, কারিতাস বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও দিনাজপুরের বিশপগণ গত ০৬ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ খুলনা ধর্মপ্রদেশে আগমনের মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিক বিশ্বাস ও মিলন তীর্থযাত্রার সূচনা হয়। রাত ৯টায় খুলনা বিশপ হাউজের পাশে শান্তা মারীয়া হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বিশপগণকে খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে নৃত্য, গান ও ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। শুভেচ্ছা বক্তব্যে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও বলেন, আপনাদের অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায় আমরা সিক্ত হলাম, বাংলাদেশ-এর সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি এই খুলনাতে এলাম বিশ্বাস ও মিলনের আধ্যাত্মিক এক অনুশীলনের খোঁজে। আমরা খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশের জনগণ ও ধর্মপল্লী সংলগ্ন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করে দক্ষিণবঙ্গের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-রীতি ও বিশ্বাসের যোগসূত্র খুঁজে দেখবো। আমরা সবাই মিলে ধর্মপ্রদেশ ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশ্বাসীদের আদর্শিক ভিত্তি গড়তে তীর্থে এসেছি। বিশ্বাসের এই তীর্থযাত্রার মধ্যদিয়ে আমরা খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের শিকড়ে এক নতুন রূপ-রস ও গন্ধের নির্যাস ছড়াতে চাই। তিনি আরও বলেন, মণ্ডলীর সেবাকাজে খুলনা ধর্মপ্রদেশের জনগণ সবসময় স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন, আগামী দিনগুলোতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। পরিশেষে, কার্ডিনালের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং বিশেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও পরিদর্শন

৭ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, শনিবার সকাল ৬:৩০ মিনিটে খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ হাউজে (সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্র) প্রভু যিশুর গির্জায় কার্ডিনালসহ সকল বিশপগণ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পরে সোনাডাঙ্গায় কার্ডিনাল, আর্চবিশপ ও বিশপগণদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপরে বিশপগণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার কল্যাণ ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন। কার্ডিনাল মহোদয় ও বিশপগণ শ্রদ্ধাভরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে সকলে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সাংসদ এ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্না সরকার-এর আমন্ত্রণে চালনা ধর্মপল্লীর লাউডোব গ্রাম পরিদর্শন করেন। বিশপগণ উপস্থিত প্রায় ২০০০ ভক্তজনগণের উদ্দেশে মিলন সমাজ গঠনে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ওপর আলোকপাত করেন। কার্ডিনাল মহোদয় মিলনের এই তীর্থযাত্রায় শামিল হওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে পোপ মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে ও প্রকৃতি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং এই ধরণী সুরক্ষায় সচেষ্ট হতে বিশেষ আহ্বান জানান। এরপর গ্রামীণ নারীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল পরিবার গঠনের লক্ষ্যে সাংসদ গ্লোরিয়া ঝর্না সরকার-এর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ, হস্তশিল্প ও মৎস্য উন্মুক্তকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সিবিসিবি-এর পক্ষ থেকে নগদ এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানেরও ঘোষণা দেন। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর সমাজ গঠনে সকলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

খুলনা সেন্ট যোসেফস্ ক্যাথিড্রালে মহাখ্রিস্টযাগ ও আন্তধর্মীয় সংলাপ

৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার খুলনা সেন্ট যোসেফস্ ক্যাথিড্রালে মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর কার্ডিনাল ও বিশপগণ সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাথে মতামত বিনিময় করেন। এসময় কার্ডিনাল শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের একজন সুদক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়; বরং মর্যাদাপূর্ণ মানুষ তৈরিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করবেন, সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন। পরে সকল বিশপগণ বাগেরহাটে অবস্থিত ষাট গম্বুজ মসজিদ ও খানজাহান আলীর মাজার পরিদর্শনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাথে আন্তধর্মীয় সংলাপে নিজ-নিজ ধর্মের আলোকে পারস্পরিক ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন।

উপস্থিত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা কার্ডিনালসহ সকল বিশপগণের এ সফরকে ঐতিহাসিক সফর বলে অভিহিত করেন এবং এ সফর এই অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কার্ডিনাল খ্রিস্টীয় আদর্শ সহভাগিতার মধ্যদিয়ে যিশুখ্রিস্টের আদর্শ ও প্রতিবেশির প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে মিলন-সমাজ গঠনে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন এবং এই সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে, উপস্থিত মৌলভী

এবং মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের সাথে এক সংক্ষিপ্ত প্রার্থনায় মিলিত হন এবং বিশ্ব শান্তির উদ্দেশে প্রার্থনা করেন।

দুপুরে খুলনা বিশপ হাউজে কার্ডিনাল ও বিশপগণ খুলনা মহানগরের মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক'এর সাথে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রীতিভোজে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে বলেন, আপনার সুদক্ষ নেতৃত্ব ও আন্তরিকতায় খুলনা ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা নিয়ে নগরে বসবাস করছে, তা সকলের কাছে অনুকরণীয়। মেয়র বলেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের এই সফর আমাদেরকে মানুষের সেবায় নিস্বার্থভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনারা আমার পাশে থাকবেন এবং আমিও সবসময় আপনাদের পাশে থাকব। পরিশেষে, তিনি কার্ডিনাল ও সকল বিশপগণকে আবারো খুলনায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশপ রমেন আলোচনা পর্ব শেষ করেন। বিকালে কার্ডিনাল মহোদয়সহ বিশপগণ যশোর জেলার কেশবপুরে অবস্থিত মাইকেল মধূসুদনের সাগরদাড়ির বাড়িটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তারা কুষ্টিয়া জেলার কার্পাসডাঙ্গা ও ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর উদ্দেশে যাত্রা করেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

৯ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, রোজ সোমবার কার্ডিনাল পৌরহিত্যে এবং সকল বিশপ, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগের পরে বিশপগণ কারিতাস খুলনা অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নগদ অর্থ বিতরণ করেন এবং এরপর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কসর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। বিশপগণ উপস্থিত সবাইকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতন হতে আহ্বান জানান। পরে তারা মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং আম্রকানন পদব্রজে প্রদক্ষিণ করেন এবং লালন শাহে'র মাজার পরিদর্শন করেন। এরপর তারা লালন শাহে'র বিভিন্ন গান এবং তাঁর জীবনাদর্শ, প্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আলোচনায় অংশ নেন। মনোনীত আর্চবিশপ বলেন, আমাদের সকলের উচিত তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়ভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজ গঠনে একত্রে কাজ করা। দুপুরে কার্ডিনাল, আর্চবিশপ ও বিশপগণ চার্চ অব বাংলাদেশ-এর বিশপ হেমেন হালদার-এর আতিথেয়তায় আলোচনা ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে খ্রিস্টের আদর্শ ও ভালোবাসা সবার কাছে পৌঁছে দিতে একযোগে কাজ করার আহ্বান এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসার মেলবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। বিকালে কুষ্টিয়ার শিলায়দহে অবস্থিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঁঠিবাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে মিলন ও শান্তির এই তীর্থযাত্রার যবনিকা টানা হয়। কার্ডিনাল, নব-নিযুক্ত আর্চবিশপ ও বিশপগণ বলেন, এই তিনদিনের তীর্থের সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণতা পেয়েছে; এই শুভযাত্রার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা আগামীতে মাণ্ডলিক ভাল-কাজের অনুপ্রেরণা হবে। বিশপগণ খুলনার বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী এবং কারিতাসের সেবাকর্মীদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান। খুলনার বিশপ জেমস্ রমেন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং আবারো সবাইকে খুলনা ধর্মপ্রদেশ পরিদর্শনের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস বিস্তারে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। পরে বিশেষ এক প্রার্থনায় সকলের সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণ এবং মণ্ডলীর সর্বাঙ্গীন অগ্রযাত্রা কামনার মধ্যদিয়ে অনবদ্য এই তীর্থযাত্রার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
স্থাপিত: ১৯৬৪
সাধু যোহন বাপ্তিস্ম ভবন, মাদার তেরেজা সরণী
তুমিলিয়া মিশন, পোঃঅঃ কালীগঞ্জ-১৭২০, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭১১-৫৩৮৬৫৫, ই-মেইল-tcccul@yahoo.com

TCCCUL
REGD. NO. 28/1064

TUMILIA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
Estd : 1964
St. John Baptist Bhaban, Mother Teresa Saronee,
Tumilia Mission, PO: Kaliganj, 1720 Dist: Gazipur, Bangladesh.
Mobile :01711-538655, e-mail-tcccul@yahoo.com
Web: www. tcccul.com

তারিখ: ১৮/১১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সেক্রেটারি- ২০২০/২১(২৭)

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

স্থান: তুমিলিয়া মিশন মাঠ প্রাঙ্গণ

তারিখ: ১১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সময়: বিকাল ৩:০১ মিনিট।

এতদ্বারা তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩:০১ মিনিটে তুমিলিয়া মিশন মাঠ প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:-এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

[illegible] আলেকজান্ডার কস্তা
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

বি: দ্র: (ক) দুপুর ২টা হতে বিকাল ৩টার মধ্যে নাম রেজিস্ট্রেশন পূর্বক কোরাম পূর্তি লটারি, সাধারণ লটারি ও খাদ্য কুপন সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
(খ) করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, মুখে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করে অত্র বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

মহাপ্রয়াণে সিস্টার তেরেজা মারান্ডী সিআইসি

সিস্টার যোসপিন সরেন সিআইসি ▮ গত ৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, শান্তি রাণী সংঘের সিস্টার তেরেজা মারান্ডী সকাল ৯:৪০মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে শান্তি রাণী কনভেন্টে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত চাঁদপুকুর মিশনের মাটেন্দর গ্রামে ২৮ মার্চ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শান্তি রাণী সংঘে যোগদান করার পর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রৈরিতিক কাজের মধ্যদিয়ে সেবাদান করেছেন। অনেক ছেলে-মেয়ে তার শিক্ষা ও জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যাজক ও ব্রতধারী হয়ে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবাদান করে যাচ্ছেন। ১৯৬৪-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২০ বছর বিশেষ করে ১৯৬৪-১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকালীন বিদেশী মিশনারী ফাদারদের মিশন থেকে সরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর রহনপুর ধর্মপল্লীর জনগণ অসহায় পালকহীন অবস্থায় থাকাকালীন মিশনের যাবতীয় সম্পদ রক্ষার্থে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা বিশপ যোসেফ অবের্ট পিমে এবং মাদার এনরিকেতা মত্তা এসসির সাথে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। রহনপুর ধর্মপল্লীতে বিশপ আনসেলমো মিশনারি প্রাইমারি স্কুল সুপ্রতিষ্ঠিত ও রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে নারী জাগরণ ও শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন, যার ফলে গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও শিক্ষার আলো পেয়েছে॥

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে খ্রিস্টশহীদ দিবস পালন

এলড্রিক বিশ্বাস ▮ গত ১৪ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ৫ টায় চট্টগ্রাম কাথিড্রাল গির্জার প্রাঙ্গণে বাংলাদেশে খ্রিস্ট শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতি ফলকের সামনে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের এডমিনিস্ট্রেটর ও ভিকার জেনারেল ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু। খ্রিস্টীয় উপাসনার রীতি অনুসারে প্রথমে স্মৃতিফলকে ধূপারতি দিয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার লেনার্ড বলেন, ৫০০ বছর আগে এই বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী পর্তুগিজদের পদধ্বনি পড়েছিল। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্ণান্দেজ ও তার দুইজন সহকারী সাতগাঁও থেকে বঙ্গদেশে রওনা হয়। কেননা এদেশের পাহাড়, নদী, সমুদ্র ও জলাভূমি, সমতল ভূমি সুন্দর একটি প্রচারের ক্ষেত্র। দিয়াং, চট্টগ্রাম, হাতিয়া, সন্দীপ ছিল খ্রিস্টধর্মের চারণভূমি। অনেকে খ্রিস্টধর্মের জন্য শহীদ হয়েছেন। আমাদের সকলের প্রিয় প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি গত বছর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছিলেন যেন প্রতি বৎসর ১৪ নভেম্বর ধর্মশহীদ দিবসটি পালন করা হয়। আজকের অনুষ্ঠান তারই ধারাবাহিকতা। তিনি সবাইকে প্রার্থনা করার আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগে সহযোগিতা করেন ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি, ফাদার সিলভানুস হেম্ব্রম, ফাদার সজল এন্টনী কস্তা ও ফাদার পংকজ পেরেরা।

খ্রিস্টযাগ শেষে খ্রিস্টভক্তগণ স্মৃতি ফলকের সামনে সকলে ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে॥

ধনুনে শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ▮ গত ৬ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে "স্বপ্ন পূরণই আমাদের পরিপূর্ণ জীবন" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে ধনু-নবাসীদের জন্য সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করেন অনলাইন গ্রুপ। শিক্ষা সেমিনারটি উদ্বোধন করেন নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ। তিনি সেমিনারে

অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং এই ধরনের শিক্ষা সেমিনার জীবনের পথ মসৃণ করতে সহায়তা করে বলে মন্তব্য করেন। উক্ত সেমিনারে ব্রাদার প্রদীপ লুইস রোজারিও সিএসসি পরিপূর্ণ জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ব্রাদার সুমন জে কস্তা স্বপ্ন পূরণের অন্তরায়গুলো বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেন। সেন্ট মেরিস কলেজ-এর ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. সিস্টার মেরী হেনরিয়েটা এসএমআরএ খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ার কারণ ও উত্তরণের পথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঢাকা ক্রেডিট-এর সিইও লিটন টি রোজারিও বলেন, খ্রিস্টান কোন স্টুডেন্টের টাকার অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হবে না, ঢাকা ক্রেডিটের স্টুডেন্ট লোন দিয়ে স্টুডেন্টরা লেখাপড়া করতে পারবে। তিনি কর্মসংস্থান এবং অর্থসংস্থান নিয়েও আলোচনা করেন। সিস্টার মেরী পালমা আরএনডিএম পরিপূর্ণ জীবনে আমাদের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোকপাত করেন। সেমিনার শেষে ধনুন গ্রামের সকল মৃত ব্যক্তিদের আত্মার চিরশান্তির জন্য ফাদার জয়ন্ত এস গমেজের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে সেমিনারটির সমাপ্তি ঘটে॥

মানগাছা উপ-ধর্মপল্লীতে শিক্ষা সেমিনার

প্রিয়াংকা গমেজ ▮ গত ৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বোর্ণী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত মানগাছা উপধর্মপল্লীতে "সাধু যোসেফ যুব সংঘ" এর আয়োজনে শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মুলসুর ছিল "নৈতিক শিক্ষায় আত্মগঠন ও স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলীর অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখা"। সকাল ৮টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বোর্ণী ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার যোহন মিন্টু রায়। খ্রিস্টযাগের পর প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের উদ্বোধন করা হয়। শুরুতে যুব নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার যোহন মিন্টু রায়। বর্তমান যুবসমাজের নানাবিধ সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন। এরপর সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি সেমিনারের অংশগ্রহণকারীদের মাঝে জীবনাহ্বান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। জীবনমূখী শিক্ষা ও ক্যারিয়ার গঠন বিষয়ে আলোকপাত করেন সেন্ট যোসেফ স্কুল অ্যাণ্ড কলেজের শিক্ষক মানিক গমেজ এবং সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা লিপি রোজারিও। এছাড়াও পবিত্র সাক্রামেন্ত বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার প্রশান্ত আইন্দ। দুপুরের আহারের পর গ্রামবাসী সবার উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধু যোসেফ যুব সংঘের সভাপতি পূন্য পালমা সারাদিনব্যাপী শিক্ষা সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত সেমিনারে দুইজন পুরোহিত ও দুইজন সিস্টারসহ প্রায় ৭০জন ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করেন॥

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন-২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শেখর চিরান ▮ গত ২৫ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের অর্থায়নে উথলিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯টায় ৩টি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ উপস্থিত হলে সিনিয়র শিক্ষক সিরিল বেসরার সর্বজনীন প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আলোচনা সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এ আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফাদার টমাস কোড়াইয়া। উপস্থিত সকল শিক্ষক/শিক্ষিকাদের 'শিক্ষক দিবস' উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, মহামারী কোভিড-১৯-এর প্রভাবে এবং ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের শিক্ষা কমিশনের নির্দেশনায় দিবসটি এমতাবস্থায় উদ্‌যাপন করছি। এছাড়াও, এই দিনটি উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে শিক্ষকমণ্ডলী যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে পারেন ও নিবেদিত প্রাণরূপে ছেলেমেয়েদরকে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে যেন দিকনির্দেশনা দিতে পারেন এই কামনা করেন তিনি। সর্বোপরি, সারা বিশ্বে শিক্ষকদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই দিবসটি উদ্‌যাপনের মূল বিষয়। এরপর শিক্ষকেরা একজন শিক্ষক হয়ে উঠার গল্প সবার সাথে পর্যায়ক্রমে সহভাগিতা করেন। পরিশেষে, শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সভাপতি শিক্ষকদের আরও দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। তারপর দুপুরের আহার এবং দলীয় ফটোসেশনের মধ্যদিয়ে বিকাল ৩টায় ঘটে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি॥

বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচনি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **ঢাকাস্থ বৃহত্তর কুষ্টিয়া খ্রীষ্টিয়ান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ**-এর সদস্য-সদস্যা গণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, ৭০-ডি/১ ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকায় সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

উক্ত নির্বাচনে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ ও সাতজন বোর্ড সদস্যসহ মোট বারো সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি, পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ঋণ দান কমিটি এবং পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সুপারভাইজার কমিটি নির্বাচিত হইবে।

উক্ত দিনে সকল সদস্যকে নিজের শেয়ার বহিসহ উপস্থিত থেকে সমিতির জন্য একটি যোগ্য কমিটি নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ভোট প্রদান সকাল ১০টা হইতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলিবে। উক্ত নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হয়ে আপনার মুল্যবান রায় প্রদান করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

মার্টিন বিশ্বাস
সভাপতি
অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিপ্র/২২৪/২০

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

**"সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু, দাও তারে, অনন্ত জীবন।"**

প্রয়াত মার্গারেট কস্তা

জন্ম : ১৭ অক্টোবর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ভূঁইয়া বাড়ি, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
জেলা : গাজীপুর

দেখতে-দেখতে ফিরে এলো সেই বেদনাবিধুর দিনটি ২২ নভেম্বর। দিনটি মনে এলেই এক রাশ দুঃখের স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। মা আমাদের এক অসীম শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে। মৃত্যু ধ্রুবতারার মত সত্যি। কিন্তু প্রিয় মানুষকে হারানোর বেদনা ভীষণ কঠিন। শৈশব থেকেই মাকে একান্ত কাছ থেকে দেখে আসছি। তার নিজের কোন স্বপ্ন ছিল না, ছিল না কোন বিলাসিতা। তিনি অতিসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। অসীম ছিল তার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস এবং ভালোবাসা। তাই যতদিন চলতে পারতেন প্রতিদিন খ্রিস্টযাগ শুনতেন এবং ঘরে সান্ধ্য প্রার্থনা করতেন। পিতা ঈশ্বর তাই তাকে নিরাশ করেননি। বাবার মৃত্যুর পর একাই যুদ্ধ করে সাত সন্তানকে মানুষ করেছেন। জীবনে বহু কষ্ট করেছেন, তবুও ভেঙে পড়েননি। প্রার্থনা ছিল তার চালিকাশক্তি। মা শুধু দু'হাত ভরে আমাদের দিয়েই গেছেন, আর শুধু প্রার্থনা করতেন সবার জন্য। সবার জন্য ছিল তার সমান ভালোবাসা। পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের ভালোবাসাই নিস্বার্থ। হয়তো ঈশ্বরের কাছে মায়ের শেষ ইচ্ছা ছিল তার বিদায়ের সময় যেন তার সব সন্তানেরা পাশে থাকে। পিতা ঈশ্বর মায়ের শেষ ইচ্ছেটি পূরণ করেছেন, আমাদের সবাইকে শেষবারের মতন মনের চোখে দেখে যাবার।

'মা' একটি অক্ষরে তৈরি, ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু এর বিশালতা গভীর সাগরের মতো, অসীম আকাশের মতো তার বিস্তার। মায়ের ভালোবাসা তীব্র এক মায়ার বন্ধন। সন্তানের সুখ, সন্তানের স্বপ্নই তার স্বপ্ন। মা আমরা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসে তুমি সদাই বিরাজমান। জীবিতকালে তুমি আমাদের এক সুতায় গাঁথা মালা করে রেখেছিলে। তোমার অবর্তমানে আমরা যেন এক সুতায় গাঁথা মালা হয়েই থাকতে পারি, স্বর্গ থেকে মা তুমি আমাদের এই আশীর্বাদ দান কর। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি সর্বদাই উপস্থিত। আমৃত্যু পিতা ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করে যাব।

"হে প্রভু অতল হতে ডাকি তোমায়,
আমাদের ডাকে সাড়া দাও।"

শোকার্ত পরিবার
মুক্তা নীলয়, নন্দা, ঢাকা

বিপ/২২০/২০

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি অর্ঘ্য আগষ্টিন গমেজ, বর্তমানে সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছি। আমার বাড়ি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নাগরী ধর্মপল্লী লুদরীয়া গ্রামে। আমি কিছুদিন যাবত গুরুতর অসুস্থ, আমার মেরুদণ্ডে টিউমারের কারণে হাঁড়ফাঁকা হয়ে গেছে। চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছেন জরুরী ভিত্তিতে অপারেশন করানোর জন্য। নয়তো আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমার বাবা পিন্টু গমেজ একজন দরিদ্র কৃষক। তার পক্ষে আমার চিকিৎসার ব্যয় বহন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার চিকিৎসা করতে প্রায় ৩-৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমার ও পরিবারের এই দুদিনে আমাদের পাশে থেকে আর্থিক সাহায্যে জন্য আপনাদের কাছে হাত বাড়িয়েছি। আর্থিকভাবে সাহায্য করে আমার পাশে থাকার জন্য আমি আপনাদের কাছে সহযোগিতা ও প্রার্থনা কামনা করছি।

অর্ঘ্য আগষ্টিন গমেজ
নাগরী ধর্মপল্লী

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

পিন্টু গমেজ (ছেলের বাবা)
বিকাশ - ০১৭৩২৯৪১১২০

ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
পাল-পুরোহিত
নাগরী ধর্মপল্লী
নাগরী, কালিগঞ্জ গাজীপুর
নম্বর- ০১৭২৬৩১১১৯৯

বিপ/১৩০/২০

কাফরুল খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৮৭, রেজিঃ নং - ৮১৪/২০০৫,
৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

এতদ্বারা কাফরুল **খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিট হতে দুপুর ২:৩০ মিনিটে পর্যন্ত সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা-১২০৬, কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।**

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

ডাঃ নোয়েল চার্লস্ গমেজ
সভাপতি

হেলেন সমদ্দার
সম্পাদক

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক) দয়া করে বার্ষিক প্রতিবেদন বইটি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

খ) সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে কোরাম পূর্তিতে যাঁরা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাঁদের নামই কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ) সকল সদস্য-সদস্যাগণ সশরীরে ১১টার মধ্যে নিজ নিজ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করবেন।

বিপ/১৯০/২০

JOB OPPORTUNITY

World concern
Witness the transformation

World Concern Bangladesh, an International Non-Government Organization has emergency response program, micro-finance programs, education programs, child rights program, disaster preparedness program and capacity building and organizational development program both in rural and urban areas. We are searching two energetic, smart & potential candidates, one for **'Project Accountant'** position for its Emergency Response Project and another for **'Project Accountant'** position for Children's Empowerment for Protection, Participation & Development (CEPPD)" Project funded by Kindernothilfe (KNH) in Chilmari Upazila of Kurigram District.

Details of Positions	Necessary Requirements
• **Name of Position: Project Accountant** • **Age:** 24 – 35 years • **Salary:** As per Project Scale. **Additional Job Requirements:** • Demonstrate ability to read, write and speak English language. • Working knowledge of Microsoft Office, specifically Microsoft Excel and financial reporting. • Must stay 10-15 days in his/her project areas. • Must have problem solving capabilities; be able to work independently while staying aligned with the culture and strategic direction of the organization. • Work efficiently and professionally with a variety of personality types.	**Educational Qualification:** Masters in Accounting, Business Administration, Finance or equivalent subject. Educational qualification is considerable for the experienced candidates. **Experience Needed:** At least 3-year relevant experiences in Finance, Business Management or related field. Previous experience working with the Displaced Myanmar Nationals a plus. **Key Respo nsibilities:** To perform Finance & Accounts related all transactions as per need of Emergency Response Projects and as per system. • To review all supporting documents of project vouchers and make sure that they are sufficient and compliant with the organization, donors and government's regulations and standards. • To prepare expense sheets making sure that expenses are coded appropriately and within the approved budget holder request. • To prepare cash needs forecast to ensure sufficient cash is available for programming. • To assist World Concern Emergency Response Projects in areas relating to financial reporting and analysis. • To prepare payments for casual labor and consultants. • To keep all the records in safe and secured place, so that they would not be lost or destroyed. • To support other activities in the office depending on need and when other work is slow.
• **Name of Position: Project Accountant-cum-Admin Officer (Based in Kurigram)** • **Age:** 24 – 35 years • **Salary:** As per Project Scale. **Additional Job Requirements:** • Fluency in written and spoken English language. • Capable & willingness to drive Motor cycle with valid Driving License. • Working knowledge of Microsoft Office, specifically Microsoft Excel, financial reporting and data analysis skill. • Excellent Communication, Networking & Interpersonal skill. • Report writing skill.	**Educational Qualification:** Masters in Accounting, Finance Management or relevant subject. Educational qualification is considerable for the experienced candidates. **Experience Needed:** 3-5 years working experience in a reputable National or International Government organization. **Key Responsibilities:** To perform Finance & Accounts related all transactions as per project need and as per system. • To do purchase as per organizational policy. • To support project for administration and other related official activities as per project need. • To maintain financial security by following internal controls. • To ensure compliance with VAT and Income Tax Act of the government of Bangladesh. • To contribute to team effort by accomplishing related results as needed. • To contribute in project planning and review budget as per recommendation of the management. • To support month-end and year-end close process. • To prepare monthly Financial Report. • To train Project Staff and Volunteers on group accounting and auditing so that they can monitor SHG, CLA and Federation properly.

Application Procedures:
Interested candidates are requested to apply with a Full Resume with two references, 02 copies of passport size photographs and copies of all academic & experience certificates including copies of National Smart ID Card to the following mailing address or send your soft copy directly to the following **E-mail address: wcbcohrd@gmail.com** or before 28th November 2020.

Our Mailing Address:
The Officer In charge
World Concern Bangladesh,
Block-A, 12/8 Iqbal Road,
Mohammadpur, Dhaka - 1207

বিজ্ঞ/২২৩/২০২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৪৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 43
Regd. No. DA-33
❖ 22 - 28 November, 2020, ৮ - ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরী না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ) বুক্ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরী নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**